Quran Short Notes

(কুরআন শর্ট নোটস)

অনুবাদ ও সম্পাদনা

Nashita Team

সংকলনে

Shopnochare.blogspot.com

[সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত]

সূচিপত্র

পারা নং	সূরা	পৃষ্ঠা নং
পারা নং ০১	সূরা ফাতিহা ১ – সূরা বাকারা ১৪১	১
পারা নং ০২	আল বাকারা ১৪২ – আল বাকারা ২৫২	৪
পারা নং ০৩	সূরা আল-বাকারা – ২৫৩ আলে-ইমরান ৯২	৭
পারা নং ০৪	সূরা আলে-ইমরান ৯২ – সূরা আন-নিসা ২৩	১০
পারা নং ০৫	সূরা নিসা ২৪ – ১৪৭	১৩
পারা নং ০৬	সূরা আন নিসা ১৪৮ – সূরা মায়িদা ৮১	১৬
পারা নং ০৭	সূরা মায়েদা ৮২ – সূরা আনআম ১১০	১৯
পারা নং ০৮	আল আনআম ১১১ – আল আরাফ ৮৭	২২
পারা নং ০৯	সূরা আরাফ ৮৮ – সূরা আনফাল ৪০	২৫
পারা নং ১০	আল আনফাল ৪১ – আত তাওবাহ ৯২	২৯
পারা নং ১১	সূরা আত তওবাহ্ ৯৩ – সূরা হুদ ৫	৩৩
পারা নং ১২	সূরা হুদ ৬ – সূরা ইউসুফ ৫২	৩৬
পারা নং ১৩	সূরা ইউসুফ ৫৩ – সূরা ইব্রাহীম ৫২	৪০
পারা নং ১৪	সূরা আল-হিজর ১ – সূরা আন-নাহল ১২৮	৪৩
পারা নং ১৫	সূরা বনী ইসরাঈল ১ – সূরা আল কাহাফ ৭৪	৪৯
পারা নং ১৬	আল-কাহফ ৭৫ – ত্ব হা ১৩৫	৫৪
পারা নং ১৭	সূরা আল আম্বিয়া ১ – সূরা আল হাজ্জ ৭৮	৫৯
পারা নং ১৮	আল মুমিনুন ১ – আল ফুরকান ২০	৬৩
পারা নং ১৯	আল ফুরকান ২১ – আন নামল ৫৫	৬৮
পারা নং ২০	আন-নামল ৫৬ – আল-আনকাবুত ৪৫	৭২
পারা নং ২১	আল-আনকাবুত ৪৬ – আল আহযাব ৪০	৭৬
পারা নং ২২	সূরা আল-আহযাব ৩১ – সূরা ইয়াসিন ২৭	৮০
পারা নং ২৩	সূরা ইয়াসিন ২৮ – যুমার ৩১	৯০

পারা নং ২৪	সূরা যুমার ৩২ – সূরা ফুসসিলাত ৪৬	৯৫
পারা নং ২৫	সূরা ফুসসিলাত ৪৭ – সূরা আল জাসিয়া ৩৭	৯৮
পারা নং ২৬	সূরা আল আহকাফ ১ – আজ জারিয়াত ৩০	১০৩
পারা নং ২৭	সূরা আয যারিয়াত ৩১ – আল হাদিদ ২৯	১০৬
পারা নং ২৮	সূরা আল মুজাদালা ১ – আত তাহরীম ১৩	১১২
পারা নং ২৯	সূরা আল মুলক ১ – সূরা আল মুরসালাত ৫০	১১৬
পারা নং ৩০	সূরা আন নাবা ১ – সূরা আন নাস ৬	১২০

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

পারা নং ০১

সূরা ফাতিহা ১ — সূরা বাকারা ১৪১

সূরা ফাতিহা

সূরা ফাতিহা দ্বারা কুরআন মাজীদের সূচনা হয়েছে। আল্লাহর কাছে একজন সত্য-সন্ধানী কীভাবে সরল পথের দুআ করবে, এই সূরায় তা শেখানো হয়েছে। আরও জানানো হয়েছে, প্রতিটি কাজের জন্য সাহায্য আল্লাহ তাআলার কাছেই চাওয়া উচিত।

সূরা আল-বাকারা

সূরাটি শুরু হয়েছে ইসলামের মৌলিক আকীদা- তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত দ্বারা। আল্লাহ মানবজাতিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; মুমিন, কাফের ও মুনাফিক এবং তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এই পারাতে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার ঘটনা এবং শয়তানকে আসমান থেকে বিতাড়িত করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইয়াহুদিদের অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ও পরিশেষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	যার সৎপথে চলতে চায়, কুরআন তাদের জন্য পথপ্রদর্শক। এটি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য। যারা জিদ ও হঠকারিতাবশত আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে, আল্লাহ তাদের অন্তরে ও কানে মোহর মেরে দেন।

০২ মুনাফিকদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। ভালোমানুষির মুখোশ পরে তাদের করা প্রতারণতার কথা ফাঁস করা হয়েছে। আসলে মুনাফিকরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না।

০৩ অবিশ্বাসীদের কুরআনের মতো কোনো এক সূরা বানিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর পর সাত আসমান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

০৪ আদম (আঃ) কে সৃষ্টির ঘটনা ও শয়তানের অহংকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। আদম ও হাওয়া শয়তানের কু-পরামর্শে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন এবং তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আদম (আঃ) কে আল্লাহ নিজে তাওবার ভাষা শিখিয়ে দেন এবং তাঁর তওবা কবুল করেন।

০৫ নসীহতকারীকে অবশ্যই নিজ নসীহত অনুযায়ী আমল করতে হবে। *সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া উচিত।*

০৬ বনী ইসরাইল ও ফিরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মূসা (আঃ) ৪০ রাতের জন্য তার সম্প্রদায় ছেড়ে গেলে তারা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নেয়। আল্লাহকে দেখার ধৃষ্টতা প্রকাশ করার পর তাদের মৃত্যুর পর জীবিত করা হয়, যেন তারা কৃতজ্ঞ হয়। তাদের উপর আল্লাহর এমন আরো অনুগ্রহ এবং তাদের সীমালঙ্ঘনের আরো কিছু বিবরণ রয়েছে।

০৭ লাঠি দ্বারা মূসা (আঃ) মাটিতে আঘাত করলে ১২টি প্রসবণের উৎপত্তি হয়, যা ১২টি গোত্রের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়। চাহিদা মোতাবেক বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ ভূমিজাত খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেন। আল্লাহকে অমান্য করার শাস্তি হিসেবে তারা গযবে পতিত হয়।

০৮	ঈমানদারেরা কোনো ভয় ও দুঃখ ভোগ করবে না। মূসা (আঃ) একটি গাভী যবাহ দিতে বললে বনী ইসরাইলের করা নানান টালবাহানার কথা উল্লেখিত হয়েছে।
০৯	যবাহ করা গাভীর দ্বারা বনী ইসরাঈলের এক হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করা হয়। সবকিছু জেনেও সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে ঐশী কিতাব বিকৃত করে, মনগড়া কথাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে।
১০	বনী ইসরাইল থেকে কিছু সহজ প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল যা তারা সবাই রাখেনি। আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে। পূর্ববর্তী নির্দশনগুলো বিশ্বাসীদের জন্য রিমাইন্ডার।
১১	বনী ইসরাইল তাদের নবীদের প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁদের কতককে হত্যা করে। কুফুরী ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে গযবের উপর গযব পতিত হয়। তারা হাজার বছর বাঁচতে চায়, কিন্তু দীর্ঘায়ু কাউকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে না।
১২	যারা নবী ও ফেরেশতাগণের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাদের শত্রু স্বয়ং আল্লাহ। সুলায়মান (আঃ) ওহীপ্রাপ্ত নবী হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। তার সময়ে শয়তান মানুষকে যাদুশিক্ষা দিত যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতার ওপর নাযিল হয়েছিল। তারা জেনেশুনে এই কুফরীর পথ বেছে নিয়েছিল।
১৩	মন্দ অর্থ প্রকাশ করে, এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।
১৪	খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের মধ্যে যে বাক-বিতন্ডা রয়েছে তা কিয়ামতের দিন মীমাংসা হবে। যারা আল্লাহর ঘরে প্রবেশে বাধা দেয়, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। পূর্ব ও পশ্চিম সর্বত্রই আল্লাহর কর্তৃত্ব রয়েছে। কাফেররা যা বলে, আল্লাহ তার থেকে পবিত্র। যারা স্বেচ্ছায় জাহান্নাম বেছে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে

	রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসিত হবেন না। আহলে কিতাবীদের কেউ কেউ মিথ্যা দাবী ও বক্তব্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। ইহুদী-নাসারা কখনো খুশি হবে না, যতক্ষণ না তাদের ধর্ম অনুসরণ করা হয়।
১৫	বাইতুল্লাহ হল পরিপূর্ণ নিরাপত্তার স্থান। 'মাকামে ইব্রাহিম' এর সামনে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র কাবা পুনর্নির্মাণ করেন। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকট মক্কা শহর ও তাঁর বংশধরদের জন্য দুআ করেন এবং একজন রাসূলের আকাংখা করেন।
১৬	ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব (আঃ) ও তাদের বংশধরেরা কেউ ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছিল না, সবাই ছিল আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী। আমরা আল্লাহর প্রেরিত কোনো নবীর মাঝে পার্থক্য করি না এবং তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করি।

পারা নং ০২

আল বাকারা ১৪২ — আল বাকারা ২৫২

এই পারাতে বর্ণিত হয়েছে- হজ, বিয়ে, তালাক, দুগ্ধপোষ্য সম্পর্কিত নিয়ম ও বিধি নিষেধ। আল্লাহতা'আলা তাকওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। জালুত এবং তার বিশাল বাহিনী শুধুমাত্র নিছক সংখ্যা এবং শক্তির জন্য বিপর্যস্ত হয়নি বরং আল্লাহ তায়ালার উপর অগাধ **বিশ্বাস, সবর** এবং **আনুগত্যের** কাছে বিপর্যস্ত হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
১৭	কিবলার পরিবর্তনে মুনাফিক এবং মূর্খ লোকদের আচরণ বর্ণিত হয়েছে। আহলে কিতাবগণ ভাল করেই জানতো যে এটা সঠিক কিবলা কিন্তু তারা তা অনুসরণ করেনি বরং তারা তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এর অনুসরণ করেছে।
১৮	আল্লাহকে স্মরণ করলে তিনিও বান্দাকে স্মরণ করবেন।
১৯	মুমিন বান্দারা নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সাথে ভালো কাজ করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষা তারা ধৈর্য এবং নামাজের সাথে মোকাবেলা করে।
২০	আল্লাহ তাআলার নিদর্শন এবং অনুগ্রহ সর্বত্র বিরাজমান। তা সত্ত্বেও মুশরিকরা এবং মূর্তিপূজকেরা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্য কিছুকে তার সমকক্ষ মনে করে।
২১	বিশ্বাসী ও মুমিন বান্দাদের অবশ্যই হালাল ও পবিত্র জিনিস খাওয়া উচিত এবং কোনো অবস্থায়ই হালাল হারামের ব্যাপারে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত না।
২২	যে মানুষেরা আল্লাহ তা'আলা, পরকালের ফেরেশতাদের, কিতাবের এবং নবী রাসুলগণের উপর ঈমান আনে এবং এতীম-মিসকীন, সাহায্যপ্রার্থীদের জন্য ব্যয় করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, প্রতিশ্রুতি পালন করে এবং সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং **প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বনকারী মানুষ।** নরহত্যার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেসাস (বদলা) প্রয়োগকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে। মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে ন্যায়ানুগ পন্থায় তার পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন এর জন্য ওসিয়তের ব্যবস্থা থাকবে। ওসিয়ত সম্পর্কিত আরও নিয়ম কানুন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৩	ঈমানদার ব্যক্তিদের উপর সাওম (রোজা) ফরয করে দেওয়া হয়েছে এবং রমজান মাস ও রোজার উদ্দেশ্য এবং নিয়ম নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।
২৪	আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে হজ ও ওমরা পালন করতে এবং হজের নিয়ম, আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা মুসলিমদের তাদের ঘর (কাবা) থেকে বিতাড়িত করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলা হয়েছে।
২৫	যারা এই পৃথিবীতেই সবকিছু চায়, তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই।
২৬	আল্লাহ তাআলার এত এত অনুগ্রহকে সমাদর করতে বলা হয়েছে। পূর্বে সব মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল পরে এরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। নিজেদের বিশ্বাসকে রক্ষা করতে বলা হয়েছে।
২৭	সম্মানিত মাসে যুদ্ধ, মদ, জুয়া, সাদকা, ইয়াতিমদের ধন সম্পদ এবং তালাকপ্রাপ্ত মহিলা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।
২৮	তালাকের নিয়ম নীতি এবং তালাকপ্রাপ্ত অথবা বিধবা মহিলাদের আবার বিবাহের নিয়ম সম্পর্কে বলা হয়েছে।
২৯	তালাকের পর নারীগণ ইদ্দতকাল (চার মাস) পূর্ণ করবে, তারপর তাদের যথাবিধি রেখে দিতে হবে বা ভালভাবে বিদায় দিতে হবে।
৩০	মায়েরা জন্মের পর সন্তানকে দুই বছর বুকের দুধ দিবে।
৩১	তালাকপ্রাপ্ত নারীদের ভরণপোষণ করা সাবধানীদের কর্তব্য।
৩২	মূসা (আঃ) পরবর্তী সময়ে বনি ইসরায়েলদের রাজা হিসেবে আল্লাহ্ তালুতকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তার সম্প্রদায় অহঙ্কারের কারণে তাকে মানতে নারাজ হয়।

৩৩	নবী দাউদ (আ) এর নেতৃত্বে জালুতের শক্তির বিপরীতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিজয় এসেছিল।

পারা নং ০৩

সূরা আল-বাকারা — ২৫৩ আলে-ইমরান ৯২

সূরা আল-বাকারা

এই পারাতে সাদাকা, সুদ ও আর্থিক লেনদেনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। শেষ হয়েছে গভীর দুআ দিয়ে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
৩৪	দান-সাদাকার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সবকিছুই আল্লাহর। তাঁর সিংহাসন আসমান ও জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত। [আয়াতুল কুরসী এখানে রয়েছে] ইসলাম ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। আল্লাহ মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন, অন্যদিকে তাগুত (মিথ্যা উপাস্য) আলো থেকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যায়।
৩৫	জীবন ও মৃত্যুর উপর আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু ঘটনা রয়েছে। নমরুদের সাথে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর কথোপকথন; একশ বছর মৃত থাকার পর পুনরায় জীবন লাভ করা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত; কিভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন- হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর এই প্রশ্নে আল্লাহর জবাব।
৩৬	দান সাদাকায় আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। কিভাবে করেন, তার কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

৩৭	দান-খয়রাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভালো জিনিস ব্যয় করা, প্রকাশ্যে ও গোপনে গরীব-দুঃখীকে দান করা, আল্লাহর পথে নিবেদিত ব্যক্তিদের দান করার কথা বলা হয়েছে।
৩৮	সুদ (রিবা) হলো নিষিদ্ধ এবং এর সাথে সম্পৃক্তদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।
৩৯	ঋণ বা লেনদেনের কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তি লিখিত রাখা, সাক্ষী হাজির থাকা, সফরে বন্ধক রাখা ইত্যাদি।
৪০	আল-বাকারার উপসংহার টানা হয়েছে। আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সব কিছুর হিসাব নিবেন। বিশ্বাসীরা শোনার সাথে সাথেই পালন করে। আল্লাহ কাউকে বোঝা চাপিয়ে দেন না। তার কাছেই আমাদের শক্তি, ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করা উচিত।

সূরা আলে ইমরান

সূরা আলে ইমরানের মূল বিষয়গুলো হলো তাওহিদ, নবুওয়াত এবং কুরআনের সত্যতা। এই পারায় খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং তাদের ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	আল্লাহ চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভর। তিনি মানুষের হেদায়েতের জন্য কুরআনের পূর্বে তওরাত ও ইঞ্জিল পাঠিয়েছিলেন। প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহর কিতাবের প্রতিটি বাক্য বিশ্বাস করে, অর্থ রূপক হলেও। তারা সর্বদা আল্লাহর কাছে হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা করে।
০২	যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ধন-সম্পদ ও বংশধর আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাদের কোন কাজে আসবে না।

আল্লাহ নিজের তাওহীদের সাক্ষ্যদানের পাশাপাশি ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম।

০৩ বিশ্বাসীদের উচিত নয় অবিশ্বাসীদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা, করলে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

০৪ আল্লাহকে ভালোবাসলে নবীকে অনুসরণ করতে হবে। ঈমানের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য আবশ্যক। আল্লাহ আদম, নূহ, ইব্রাহিমের পরিবার এবং ইমরানের পরিবারকে মানবজাতির পরিচালনা করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। আল্লাহ ইমরানের স্ত্রীর ও জাকারিয়ার দুআ কবুল করেন এবং তাদের যথাক্রমে মারিয়াম ও ইয়াহইয়ার মত সুসন্তান দান করেন।

০৫ আল্লাহ মারিয়ামকে মনোনীত করেন এবং সুখবর দেন ঈসা মসীহের, যিনি বনী ইসরাইলের রাসূল হন। তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করতে পারতেন, মাটির পাখি ও মৃতকে জীবন দিতে পারতেন। তবু তার সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে শত্রুতা করে।

০৬ ঈসা (আঃ) এর জন্ম এবং তার সব বাণী সত্য। তার প্রকৃত অনুসারী তারাই যারা তাওহিদকে স্বীকৃতি দেয়। তাঁর জন্ম অলৌকিক ছিল, ঠিক যেমন আদমের জন্ম ছিল অলৌকিক। কিছু খ্রিস্টান নবীর সাথে তর্ক করে। তাদেরকে উন্মুক্ত মুবাহালাহ (মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিশাপ) এর জন্য আসতে বলা হয়েছে।

০৭ আহলে কিতাবদেরকে তাওহিদ ও আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আসার দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

০৮ কিছু আহলে কিতাব ইসলাম গ্রহণের পর ত্যাগ করে ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করে। মুসলিমদের আমানতের খিয়ানত করে। জেনে শুনে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে। তাদের সম্পর্কে

	সচেতন হতে সতর্ক করা হয়েছে।
০৯	পূর্ববর্তী নবী এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ ইসলামের সত্যতাই নিশ্চিত করে। যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে ও যাদের অবিশ্বাস প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তাওবা কখনো মঞ্জুর হবে না। অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেলে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

পারা নং ০৪

সূরা আলে-ইমরান ৯২ — সূরা আন-নিসা ২৩

সূরা আলে-ইমরান

এই পারাতে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব এবং ঐক্যের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। সৎকাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার কারণে মুসলিম উম্মাহকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসা সর্বোত্তম জাতি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। উহুদ ও বদর যুদ্ধের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
১০	পূণ্য অর্জনের জন্য নিজের ভালোবাসার জিনিস হতে দান করা আবশ্যক। মুসলিমদের উচিত কাবার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং একনিষ্ঠ ইব্রাহীম (আঃ) এর সমাজকে অনুসরণ করা।
১১	মুসলিমদের অবশ্যই আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং তাঁর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। আল্লাহর রজ্জু অর্থাৎ তাঁর কিতাব আঁকড়ে রাখতে হবে এবং কোনো বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে না। সমাজে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে ভালোর দিকে ডাকবে।

১২	বিশ্বে মুসলিম উম্মাহই শ্রেষ্ঠ দল, কারণ তারা ন্যায় এর কথা বলে। *কিতাবিদের মধ্যে একদল আছে সৎ, আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে।* কিন্তু বাকিরা অবিশ্বাসী ও মুসলিমদের সাথে ভালোর মুখোশ পরে শত্রুতা করে। ধৈর্য ধরলে ও সাবধান থাকলে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচা যাবে।
১৩	উহুদ ও বদরের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। বদরে মুসলিমরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ ছিল কিন্তু আল্লাহ তাদের পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করায় তারা জয়লাভ করেন।
১৪	রিবা (সুদ)-কে নিষেধ এবং দানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুমিনদের উচিত তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করা। তিন প্রকার মুমিনদের কথা এসেছে যারা জান্নাত লাভ করবে; সাদাকা দানকারী, ক্রোধ সংবরণকারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী। আল্লাহ প্রতিটি মানুষকেই পরীক্ষা করবেন জান্নাত প্রদানের আগে।
১৫	মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্যান্য রাসূলদের মত আল্লাহর রাসূল মাত্র। তার মৃত্যুতে ঈমান ত্যাগ করা বা মুষড়ে পড়া উচিত নয়। মুমিনদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।
১৬	উহুদ যুদ্ধের সময় যারা দুর্বলতা দেখিয়েছিল তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমে জয়ী হলেও, সাহস ও ঐক্য হারানোর কারণে মুসলিমদের বিপর্যয় দেখতে হয়।
১৭	যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহর অনুমতিতেই ঘটেছিল, এর ফলে মুমিন ও মুনাফিকদের পার্থক্য করা সম্ভব হয়। যারা আল্লাহর পথে নিহত তারা আল্লাহর কাছে মৃত নয়, বরং আরো উত্তম জীবিকা প্রাপ্ত।

১৮	আঘাতের পর কেউ আল্লাহর দিকে ফিরলে তার জন্য রয়েছে মহাপুরষ্কার। শয়তান মুমিনদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃত মুমিনরা পরীক্ষার পর আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবিশ্বাসীদের কিছু সময় ছাড় দেয়া হয় যেন তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। কৃপণদের ধন কিয়ামতের দিন তাদেরই গলার ফাঁস হবে।
১৯	ইসলামের বিরুদ্ধে কিতাবীদের কিছু অপপ্রচার এবং এর বিরুদ্ধে জবাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে, জীবন থাকতে নানা পরীক্ষা দিতে হবে।
২০	প্রকৃত মুমিনরা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছেই অনুগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করে। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। [ঘুম থেকে শেষ রাত্রে উঠে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলে ইমরানের শেষ আয়াতটি পাঠ করতেন]

সূরা আন-নিসা

এই পারায় প্রাক-ইসলামী জাহিলী ব্যবস্থাকে সরিয়ে নতুন ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা উঠে এসেছে। নারী, এতিম, বিয়ে, জোরপূর্বক বিবাহ, উত্তরাধিকার এবং আর্থিক অধিকার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। [সূরাটি উহুদের যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়, যাতে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হয়। এই পরিস্থিতিটি শহীদদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার ইত্যাদির মতো সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়]

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	মানবজাতিকে কিছু কর্তব্যের বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে; আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ইয়াতিমদের দেখভাল করা, স্ত্রীদের প্রতি সুবিচার করা, সুষ্ঠুভাবে সম্পত্তি বণ্টন করা।
০২	অসিয়ত বা উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ বিধান।
০৩	নারী-পুরুষের সম্পর্ক হতে হবে ন্যায় ও কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে। যে অন্যায় করবে তার শাস্তি হবে, যদি না সে তাওবা করে। কিন্তু কেউ আজীবন খারাপ কাজ করলে এবং মৃত্যুর সময় তাওবা করতে চাইলে তা আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।

পারা নং ০৫

সূরা নিসা ২৪ — ১৪৭

সূরা নিসা

এই পারায় আলোচিত হয়েছে পারিবারিক সম্পর্ক বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং বিরোধ দেখা দিলে কিভাবে তা সমাধান করা উচিত। মুসলিমদের যেকোন মতভেদকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিচারকার্যের জন্য আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন আইন খোঁজা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। ব্যবহারিক আইনগত দিক নির্দেশনা, জিহাদের বিধান, কসর ও যুদ্ধের সালাতের নিয়ম, বৈবাহিক আইন, ন্যায়বিচারের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। মুনাফিকরা কিভাবে আল্লাহর শত্রুদের সাথে জোটবদ্ধ হয়, ইবাদাতে

তাদের অলসতার বিবরণ এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি- এসব নিয়েও বলা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৪	পুরুষদের জন্য মাহরাম লিস্ট (যাদের সাথে বিয়ে নিষেধ) দেয়া হয়েছে। দাসী, মোহর ও ব্যভিচারের শাস্তির বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে।
০৫	পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই পিতামাতার সম্পত্তির উপর অধিকার রয়েছে। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা ও নরহত্যা একদম নিষেধ। কেউ বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ তাআলা তার ছোট গুনাহ এমনিতেই ক্ষমা করে দিবেন।
০৬	পুরুষকে নারীর অভিভাবক বানানো হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ সংশোধন এবং পুনর্মিলনের উপায় দেয়া হয়েছে। প্রতিবেশী ও নিকট আত্মীয়ের সাথে সদব্যবহার করা উচিত। আল্লাহ এইরূপ লোককে ভালোবাসেন না যারা; আত্মগর্ব করে, কৃপণতা করে, লোকদেখানো দান করে। অণুপরিমাণ সৎকর্মকেও আল্লাহ কয়েকগুণে বৃদ্ধি করবেন। কিয়ামতের দিন নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হবেন।
০৭	ওযু , গোসল ও তায়াম্মুমের নিয়ম নিয়ে বলা হয়েছে। ইহুদিরা কিতাবকে বিকৃত করে ও ধর্মকে অবজ্ঞা করে, তাই আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা শিরক ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্য অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন।
০৮	আমানত পূর্ণ করতে, যথাযথ হক আদায় করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের জন্য শাস্তি রয়েছে। ঈমানদারদের উচিত আল্লাহ, রাসূল ও শাসকদের অনুগত হওয়া।

০৯	তাগুত (অসত্য উপাস্য) এর কাছে বিচার চাইতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করে তারাই মুনাফিক। মুনাফিকদের হঠকারিতা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের সদুপদেশ দিতে বলা হয়েছে।
১০	জিহাদের বিধান ও এর সম্পর্কে মুনাফিকদের মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং নির্যাতিতদের রক্ষা করা মুমিনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
১১	আল্লাহর বিধান সম্পর্কে মুনাফিকরা কি ধারণা করে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কল্যাণকর সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এবং অকল্যাণকর সব নিজের কারণে হয়। রাসূলকে আনুগত্য করা মানে আল্লাহকেই আনুগত্য করা। ভালো বা মন্দ, মানুষ যে কাজেরই সুপারিশকারী হোক, তার ভাগ পাবে।
১২	এখানে ৪ শ্রেণীর মুনাফিকদের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। যুদ্ধপ্রবণ মুনাফিক ও সীমালংঘনকারীদের হত্যা করার নির্দেশ এবং তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।
১৩	কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাকে মুসলিমই মনে করবে এবং তার মনের অবস্থা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিবে। বিশ্বাসীদের অবশ্যই অন্যান্য বিশ্বাসীদের সম্মান করতে হবে। বিশ্বাসী কাউকে হত্যা করা অপরাধ এবং এর শাস্তি রয়েছে।
১৪	অসহায় বিশ্বাসীদের অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে থাকা উচিত যদি না তারা অক্ষম হয়। হিজরত অবস্থায় মৃত্যু হলেও সওয়াব আছে।
১৫	যুদ্ধাবস্থায় সালাতের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে।
১৬	সর্বদা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে এবং অন্যায়কারীর পক্ষ নেয়া যাবে না। বিশ্বাসঘাতককে আল্লাহ পছন্দ করেন না। নিষ্পাপ ব্যাক্তির উপর নিজের পাপ চাপালে সে সেই পাপ ও অপবাদের বোঝা বহন করবে।

১৭	মুনাফিকদের গোপন বৈঠকে কোনো কল্যাণ নেই। তবে গোপনে দান-সদকা, সৎকাজ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করানোর বিনিময়ে পুরস্কার আছে।
১৮	প্রতারণা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে, শির্কে ধাবিত করে।
১৯	অনাথদের প্রাপ্য ও পারিবারিক বিবাদ সম্পর্কে আরো কিছু দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
২০	বিশ্বাসীদের অবশ্যই সকলের ন্যায়বিচারের জন্য দৃঢ় হতে হবে। তাদের বিশ্বাসের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। মুনাফিক ও মুরতাদদের আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এবং পথও দেখবেন না। যেখানে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার ও বিদ্রুপ করা হয়, সেখান থেকে দূরে থাকতে হবে।
২১	মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহই তাদের ধোঁকা দেন। তারা লোক দেখানো সালাত পড়ে। তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন অংশে।

পারা নং ০৬

সূরা আন নিসা ১৪৮ — সূরা মায়িদা ৮১

সূরা আন নিসা

এই পারায় আহলে কিতাব অর্থাৎ খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। শেষে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে কিছু কথা আবারও এসেছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
২২	মূসা (আঃ) এর সময়ে কিছু আহলে কিতাবগণ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। ঈসা (আঃ) এর সময়েও শত্রুতা করে এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেন। সীমালঙ্ঘনের কারণেই আল্লাহ্র শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়।
২৩	ইসলামের বার্তা এবং আগের নবী রাসূলদের কাছে প্রেরিত বার্তা একই। ঈসা (আঃ)-ও ছিলেন আল্লাহর রাসূল।
২৪	মানবজাতির নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান করা হয়েছে। পিতামাতা ও সন্তানবিহীন ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনের বিষয়ে আরো কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সূরা আল মায়িদা

হুদায়বিয়া সন্ধির পরপর মদিনায় এ সূরা নাযিল করা হয়। সূরার মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু- মানবীয় হোক বা আল্লাহ্র সাথে হোক, যে কোন কর্তব্য পূরণ করা উচিত। যখন আমরা কোন কিছুতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই, তা মান্য করা আমাদের অবশ্য করণীয়। পাশাপাশি দেহের পবিত্রতা, সততার সাথে জীবন যাপন করা, ন্যায়পরায়ণ এবং নৈতিক হওয়া, ধার্মিক ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্ম সম্পাদন করাও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর আসে যারা আল্লাহ্র নিয়মকে অস্বীকার করে এবং জেনেশুনে সেগুলোর বরখেলাপ করে।

মুসলিমদের বিচার হবে নিরপেক্ষ- এমনকি শত্রুদের সাথে তাদেরকে ন্যায়ের আচরণ করতে হবে। তবে মুসলিমদের নিজেদের ভিতরে

সম্পর্ক হতে হবে গভীরতর। শুধুমাত্র ন্যায়নীতি নয় বরং একে অপরের মাঝে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও যত্ন ও উপস্থিত থাকতে হবে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	করুণাময় আল্লাহ আমাদের জন্য সকল ভালো জিনিস হালাল করেছেন। কেবল গুটিকয় জিনিসকে হারাম বলা হয়েছে, যেমনঃ মৃত পশু, রক্ত, শুকর, আল্লাহর নামে জবাইবিহীন পশু ইত্যাদি। [৩ নম্বর আয়াতকে নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত বলে ধারণা করা হয়]
০২	পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে ওযু ও তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।
০৩	বনী ইসরাইল আল্লাহর সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করায় অভিশপ্ত হয়। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বলে তারা নাকি আল্লাহর পুত্র, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাসূলদের আবির্ভাবে ছেদ পরার পর শেষ রাসূলকে পাঠানো হয় স্পষ্ট ব্যাখ্যা সমেত, যেন কেউ অভিযোগ করতে না পারে।
০৪	বনী ইসরাইলদের আল্লাহ্ নানান সুযোগ দিয়েছিলেন, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। কিন্তু তারা বার বার অবাধ্যতা করে। পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করলে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তাদের ৪০ বছর সেখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
০৫	আদম (আঃ) এর দুই পুত্রের কাহিনী এবং পাপাচারীদের শাস্তি।
০৬	দুনিয়াতে আল্লাহ্র নীতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চুরির বিচার কিরূপ হবে তা বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা বিচার চাইলেও ন্যায়ের সঙ্গে তা করতে হবে।
০৭	তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিচারের সব বিধান দেয়া আছে, কিন্তু কিতাবিরা তা মানে না।
০৮	বিশ্বাসীরা ধর্ম থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ তাদের বদলে উত্তম এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন।

০৯	যারা সত্যকে নিয়ে উপহাস করে এবং যারা অবিশ্বাস করে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। সত্য বাণী তাদের ধর্মদ্রোহীতা আরো বৃদ্ধি করে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিদ্বেষ জাগরুক থাকবে।
১০	বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে, তবে যারা বিশ্বাস করেছিল এবং সৎকাজ করেছিল তাদের জন্য নয়।
১১	বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় ইহুদি ও মুশরিকদের সবচেয়ে উগ্র দেখা যায়, তবে খ্রিষ্টানরা তুলনামূলকভাবে আমাদের নিকটতর। কিতাবিদের অনেকেই কুরআনের আয়াত শুনে সত্য উপলব্ধি করে ও সাক্ষ্য দান করে। তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পারা নং ০৭

সূরা মায়েদা ৮২ — সূরা আনআম ১১০

সূরা মায়িদা

এই পারাতে সর্বাবস্থায় ও ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহের কথা বলা হয়েছে। অসিয়ত এর সময় সাক্ষী রাখা প্রয়োজন। শেষে ঈসা (আঃ) এর কাহিনী ও সাক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
১২	কেউ যদি ইচ্ছাকৃত কোন শপথ লঙ্ঘন করে তাহলে তার জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে; ১০ জন গরিবকে খাবার বা কাপড় দিয়ে, কিংবা একজন দাস মুক্ত করে। আর এগুলো সম্ভব না হলে তিনদিন সিয়াম পালন করে। বিশ্বাসীদের জন্য নেশা, জুয়া, ভাগ্যগণনা এবং মূর্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।
১৩	ইহরামে থাকা অবস্থায় শিকার করা নিষেধ, করলে তার বিনিময়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মুসলিমদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে।
১৪	কোনো ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় অসিয়ত করতে গেলে সে সময় অবশ্যই দুজন সাক্ষ্য রাখতে হবে, এমনকি সে সফরে থাকলেও।
১৫	ঈসা (আঃ) এর কিছু অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সহচর (হাওয়ারি) দের অনুরোধে আল্লাহ আকাশ থেকে খাবার ভরা খাঞ্চা পাঠান।
১৬	ঈসা (আঃ) এর প্রস্থানের পরে তাঁর শিক্ষাগুলোকে বিকৃত করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন সব কিছুর মীমাংসা হবে।

সূরা আল-আনআম

সূরা আল-আনআমে তাওহিদের বাণীর মূলনীতি রয়েছে। এতে আল্লাহর সৃজন ক্ষমতার সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। এতে শিরক ও এর প্রকাশের সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে আলোচনা করা মৌলিক বিষয় হল— 'আল্লাহর একত্বই এই মহাবিশ্বের বাস্তবতা, শিরকের কোন ভিত্তি নেই এবং আল্লাহর বিচার আসবে এবং সত্যের জয় হবেই।'

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা আছে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা এসব অস্বীকার করে ও বিদ্রুপ করে। এই পাপের কারণে অতীতের বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করা হয়েছে।
০২	যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা রাসূলকে সেরূপ চেনে যেরূপ তাদের সন্তানদেরকে চেনে। তবু তারা অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।
০৩	বিচারের দিন মুশরিকরা তাদের অপরাধ শিকার করতে বাধ্য হবে। তারা সব নিদর্শন দেখেও বিশ্বাস করেনি। তাদের মৃত্যুর পর আবার সুযোগ দিলেও একই কাজ করতো।
০৪	যারা পরকালকে অস্বীকার করে তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে তারা হল অন্ধকারে নিমজ্জিত বধির ও মূক।
০৫	পূর্ববর্তী জাতিদের সতর্ক করা হয়েছিল। আল্লাহ তাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন যেন তারা বিনীত হয়।
০৬	বিশ্বাসীদের সম্মান করা উচিত। তারা অজ্ঞানতাঃবশত ভুল করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন।
০৭	অবিশ্বাসীরা স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে। তারা যা চায়, সে সম্বন্ধে আল্লাহ ভালো করেই জানেন।
০৮	বিপদে পড়লে অবিশ্বাসীরা গোপনে আল্লাহর কাছে অনুনয় ও প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু উদ্ধার পাওয়ার পর আবারও আল্লাহর সাথে শরীক করে।
০৯	শিরকের বিরুদ্ধে ইব্রাহীম (আঃ) নিজের মনে নানা প্রমাণ যুক্তি করেন এবং আল্লাহর দয়ায় সৎপথ প্রাপ্ত হন।

১০	ইব্রাহিম ও নুহ (আঃ) কে আল্লাহ সৎপথ দেখান এবং তাঁদের বংশধরদেরকেও হেফাজত করেন। আরো অনেক নবী রাসূল আল্লাহ প্রেরণ করেন ও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন।
১১	পবিত্র কুরআন হলো পূর্বের সব কিতাবের সমর্থক।
১২	আল্লাহর সুন্দর সৃষ্টিসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসীদের জন্য এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।
১৩	যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। তবে তাদের গালি দেয়া যাবে না, কেননা তাতে তারা অজ্ঞানতা বশত আল্লাহকে গালি দিবে।

পারা নং ০৮

আল আনআম ১১১ — আল আরাফ ৮৭

সূরা আনআম

এই পারায় অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র ও তাদের নানান কুসংস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের মৌলিক নীতি গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
১৪	অবিশ্বাসীদের অহংকার এবং তাদের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাইকৃত পশু এবং প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য পাপ বর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
১৫	যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তারা নিজেরাই এর পরিণাম ভোগ করে। তাদের হৃদয় আল্লাহ সংকুচিত করে দেন, ফলে আল্লাহর কথা মেনে চলা তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে যায়। আখিরাতে সীমালঙ্ঘনকারী জ্বীন ও তাদের মানুষ বন্ধুদের বাসস্থান হবে আগুন।

১৬	শস্য ও গবাদিপশু নিয়ে মুশরিকদের তৈরি করা কুসংস্কারের কথা বলা হয়েছে। নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা নিজ সন্তান হত্যা করে এবং হালাল জীবিকাকে হারাম করে নেয়।
১৭	বর্ণিত হয়েছে মানুষের জন্য আল্লাহর তৈরি করা খাদ্যশস্যের কথা এবং ফসলের উপর অন্য মানুষদের হক আদায়ের কথা। মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের উপর বিভিন্ন গবাদিপশু সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং আল্লাহর নামে সেটা চালিয়ে দিতে চায়।
১৮	আল্লাহ আমাদের জন্য কি কি হারাম করেছেন তার কিছু নির্দেশনা আছে। অবাধ্যতার কারণে ইহুদীদের জন্য কিছু জিনিষ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
১৯	কিছু ইসলামী মূলনীতি সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে, যেমনঃ শিরক না করা, মা বাবার সাথে সদাচরণ, সন্তান হত্যা না করা, ওজনে সঠিক দেয়া ইত্যাদি।
২০	আল্লাহ স্পষ্ট প্রমাণসহ কিতাব নাযিল করেছেন যেনো মানুষ অজ্ঞতার অজুহাত না দিতে পারে। তারপরও মানুষ অবিশ্বাস করে, আরো বড় বড় নিদর্শনের আশায় বসে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সালাত, ইবাদাত, জীবন, মৃত্যু, সবকিছু কেবল আল্লাহর জন্য হতে হবে।

সূরা আরাফ

সূরা আল আরাফের মৌলিক বিষয়বস্তু হচ্ছে রিসালাহ অর্থাৎ রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর বাণী। সূরাটিতে অনেক নবী এবং তাদের গল্পের অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। নবীদের শত্রুরা তাদেরকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাদের শত্রুদের পরাজিত

করেছিলেন। নবীদের পর আল্লাহর বাণী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া মুমিনদের দায়িত্ব।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিতে এবং মানবজাতিকে তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। মানুষের প্রতিটা কর্মের বিচার অবশ্যই হবে।
০২	সর্বপ্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টির কাহিনী এবং মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের ষড়যন্ত্রের গল্প বর্ণিত হয়েছে। শয়তান আদম দম্পতিকে ধোঁকায় ফেলে দিয়ে পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের তিনজনকেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন।
০৩	শয়তানের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আদম সন্তানদের সতর্ক করা হয়েছে। সে হলো অবিশ্বাসীদের অভিভাবক। বিশ্বাসীদের আল্লাহ ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন, সুন্দর পোশাকে সালাত আদায় করতে বলেছেন এবং অপচয় থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।
০৪	আল্লাহর রাসূলগণ মানুষকে পথ দেখাতে এসেছিলেন। যারা অহংকার করবে ও তাদের বাণী প্রত্যাখ্যান করবে তারা দল বেধে আগুনে প্রবেশ করবে। সেদিন পূর্ববর্তীদের পরবর্তীরা দুশবে, কিন্তু পূর্ববর্তীরা সেই দায় অগ্রাহ্য করবে।
০৫	যারা আল্লাহর বার্তাকে অস্বীকার করেছিল এবং যারা গ্রহণ করেছিল তাদের পরিণতি কেমন হবে তার উল্লেখ আছে। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থিত প্রাচীর (আরাফ)- এ কিছু মানুষ থাকবে, যারা জান্নাতে যাওয়ার আশায় থাকবে।
০৬	জাহান্নামের পাপীরা জান্নাতীদের কাছে পানি ও জীবিকা চাইবে, কিন্তু এগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ। যারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ভুলে ছিল, পরকালে আল্লাহ তাদের ভুলে যাবেন।

০৭	আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী ছয়দিনে তৈরি করে আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা ও পুনর্জীবন দানকারী। এসবের মধ্যেই আমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
০৮	হযরত নূহ (আঃ) এর কাহিনী বলা হয়েছে। মিথ্যাচারের কারণে আল্লাহ তাঁর সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দেন আর বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন।
০৯	নুহ সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল আদ জাতি। হযরত হূদ (আঃ) তাদের সাবধান করলেও তারা শিরক চালিয়ে যায়।
১০	আদ জাতির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল সামুদ জাতি, যারা সমতলে দালান ও পাহাড় কেটে বাসা বানাতো। নবী সালেহ (আঃ) তাদের সতর্ক করলেও তারা মাদী উটকে মেরে ফেলে, ফলে ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস তাদের করা হয়। আর সমকামিতার কারণে লুত (আঃ) এর জাতিকে পাথরের বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করা হয়।
১১	সোয়াইব (আঃ) এর সম্প্রদায় মাদিয়ানকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়, কারণ তারা ওজনে কম দিত ও ফ্যাসাদ ঘটাতো। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারী সব সম্প্রদায় পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পারা নং ০৯

সূরা আরাফ ৮৮ — সূরা আনফাল ৪০

সূরা আরাফ

এই পারাতে মূসা (আঃ) এবং তার সম্প্রদায়ের নানা কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে। শেষে মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
১২	আল্লাহর কোন জনপদে নবী পাঠালে প্রথমে তাদের দুঃখ দেন, যেন তারা নতি স্বীকার করে। তারপর তাদের প্রাচুর্য দিয়ে পরীক্ষা করেন। কিন্তু অধিকাংশই ভুলে যায় আল্লাহর কথা, ফলে আযাব তাদের পাকড়াও করে।
১৩	সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পরেও একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার কারণে যারা সত্য গ্রহণ করে না, আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন। আল্লাহ মূসা (আঃ) কে ফেরাউনের নিকট পাঠান সত্যের দাওয়াত দিতে ও বনী ইসরাইলকে মুক্ত করতে। তারা নিদর্শন দেখতে চাইলে তিনি তাঁর লাঠি ছুড়ে মারেন যা অজগরে পরিণত হয়।
১৪	নিদর্শন দেখে ফেরাউন সম্প্রদায়ের নেতারা তাকে যাদুকর সাব্যস্ত করে এবং অভিজ্ঞ যাদুকরদের সাথে একদিন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেদিন জাদুকররা প্রথমে তাদের লাঠি ছুড়ে ভেলকি দেখালো। পরে মূসা (আঃ) লাঠি ছুড়লে আল্লাহর ইচ্ছায় সেটা জীবন্ত হয়ে সেগুলোকে খেয়ে ফেলে। যাদুকররা যাদু ও মুজিযার পার্থক্য বুঝতে পেরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর ঈমান আনে। ক্রোধান্বিত ফেরাউন তাদের অত্যাচার করার হুমকি দেয়, কিন্তু ঈমানী শক্তির কারণে তারা সব মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।
১৫	নেতাদের প্ররোচনায় ফেরাউন বনী ইসরাইলের উপর নির্যাতনে নতুন মাত্রা যোগ করে।
১৬	আল্লাহ ফেরাউন সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য বিভিন্ন মুজিযা ও আযাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা একগুঁয়েমিতে অটল থাকে, মূসা (আঃ) এর উপর দোষ চাপাতে চায়। পরিশেষে আল্লাহ

	তাদের সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দেন এবং বনী ইসরাইলকে ফেরাউন ও তার বাহিনী থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু ফেরাউনের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে বনী ইসরাইল অজ্ঞতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন শুরু করে। অন্য জাতিকে দেখে মূর্তি পূজায় ঝুঁকে পড়ে।
১৭	আল্লাহ মূসা (আঃ) কে চল্লিশ দিন তার লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে একটি নিদর্শন দেখান ও তাওরাত প্রদান করেন।
১৮	এরই মধ্যে বনী ইসরাইল জাতি বাছুরের মূর্তি বানিয়ে পূজা শুরু করে। মূসা (আঃ) এসব দেখে ভাই হারুন (আঃ) এর উপর ক্ষিপ্ত হন, কিন্তু তাঁর নিরুপায় অবস্থা বুঝে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান।
১৯	মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের ৭০ জনকে নিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত স্থানে সমবেত হন। সেখানে আল্লাহ ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করে। তাওরাত ও ইনজীলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আগমনের সুসংবাদ ও দাওয়াতের বিষয়বস্তুও উল্লেখ করা হয়েছে। যারা তাঁর অনুসরণ করবে তারাই সফল।
২০	এরপর আবারো আল্লাহর প্রেরিত নিরক্ষর রাসূল এর ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং তাওহীদের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে।
২১	শনিবার দিনের নির্দেশের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে বনী ইসরাইলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে নানা সমাজে। তাদের একাংশ আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে এবং অপরাংশ তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। আল্লাহ ভাল-মন্দ উভয় অবস্থার মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করেন।
২২	সমগ্র বিশ্বের অধিপতি আল্লাহ রূহের জগতে বনী আদমের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এই পৃথিবীতে যে কেউ আল্লাহকে রব হিসেবে চিনতে পারে এবং

	কিয়ামতের দিন কেউ অজ্ঞতার অজুহাত না দিতে পারে। তারাই ক্ষতিগ্রস্থ যারা আল্লাহর নিদর্শন ও নিয়ামতের অধিকারী হওয়ার পরেও নিজের কামনা বাসনার অনুগামী হয়।
২৩	রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে কেবল সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান তাঁর কাছে নেই। এর প্রকৃত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে।
২৪	এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিরকের অসারতা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ মুশরিকদের সাব্যস্ত করা অংশীদার থেকে বহু বহু উর্ধ্বে। সবশেষে সৎকর্মশীল বান্দাদের কিছু গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ক্ষমা করে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, জাহেলদের থেকে দূরে থাকে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে সতর্ক থাকে, মনোযোগের সাথে কুরআন শোনে, সর্বদা আল্লাহকে স্মরণে রাখে, ইবাদাতে অহংকার করে না এবং আল্লাহর কাছেই সিজদা করে। *[সিজদা]*

সূরা আনফাল

সূরা আনফাল ২য় হিজরী সনে বদরের যুদ্ধের পরপরই মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এই পারায় মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে বদরের যুদ্ধের কিছু কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	গনীমতের মাল প্রসঙ্গে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর রাসূলকে মান্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঈমানদারদের কিছু বৈশিষ্ট্য

	বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহর ভয়, ঈমানের উন্নতি, আল্লাহর প্রতি ভরসা, সালাত প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর পথে ব্যয় করা ইত্যাদি। আল্লাহ রাসূল (সাঃ) কে কাফিরদের দুটি দলের কথা জানান, যাদের একটির মুখোমুখি হতে হবে। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র দলের সম্মুখীন হতে হয় এবং বদর যুদ্ধের অবতারণা হয়।
০২	অবশেষে সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়। আল্লাহ মুসলিমদের বদরে সাহায্য করেন ও বিজয় দান করেন।
০৩	আবারও আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যারা মনোযোগের সাথে নির্দেশ শুনে উপলব্ধি করে না তাদের মত হতে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহর সাহায্য লাভের পর শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
০৪	আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন। তারা মসজিদে হারামে যেতে মুসলিমদের বাধা দেয় অথচ এর রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার রয়েছে কেবল মুত্তাকীদের। অবিশ্বাসীরা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য সম্পদ ব্যয় করে, পরিণামে যা তাদের জন্যই আফসোসের কারণ হবে।

পারা নং ১০

আল আনফাল ৪১ — আত তাওবাহ ৯২

সূরা আল আনফাল

এই পারায় বদর যুদ্ধের কথা এসেছে। মুসলিমদের সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। যেসব অবিশ্বাসী চুক্তি রাখতে আগ্রহী তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে আর নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকতে হবে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৫	যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও গণীমতের মাল বন্টনের নিয়মাবলি তুলে ধরা হয়েছে। বদরের যুদ্ধে বিশাল অবিশ্বাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিমদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ প্রতিপক্ষের সংখ্যা রাসূলের স্বপ্নে ও মুসলিমদের চোখে কম দেখান।
০৬	শত্রুকে মোকাবেলার ক্ষেত্রে দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ থাকা দরকার। শয়তান মানুষ বেশে এসে বদর যুদ্ধে অবিশ্বাসী দলকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু মুসলিমদের দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়।
০৭	অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের হাতে পরাজিত হয় আর ফেরেস্তাদের হাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাঁর দেয়া কল্যাণ ফিরিয়ে নেন যদি না মানুষ নিজেদের পরিবর্তন করে।
০৮	নিজেকে এবং নিজ জাতিকে রক্ষা করার জন্য সবসময় তৈরি থাকতে হবে। যদি শত্রুপক্ষ শান্তির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে শান্তিচুক্তি স্থাপন করতে হবে।
০৯	বিশ্বাসীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তারা ধৈর্য ধারণ করলে প্রতিপক্ষ দুই থেকে দশ গুণ হলেও বিজয় লাভ করবে।
১০	যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ এবং যেসকল মুসলিম অমুসলিমদের মাঝে থাকে, তাদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। মুসলিমরা নিজেদের মাঝে সুসম্পর্ক না রাখলে দেশে ফিতনা ও বিপর্যয় দেখা দিবে।

সূরা আত-তাওবা

এটি একটি মাদানি সূরা যেটি নবম হিজরিতে নাযিল হয়েছে। সূরাটির মৌলিক বিষয়গুলো হলো– সেই সকল অবিশ্বাসীরা যারা তাদের চুক্তি ভংগ করেছিল, তাদের সাথে মুসলমানরা চুক্তি রক্ষা করে চলতে বাধ্য নয়। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের নিজেদের মুনাফিকি, দুর্বল বিশ্বাস এবং অবহেলা করা থেকে রক্ষা করতে হবে। তাবুকের যুদ্ধ ও সে বিষয়ে শিক্ষা।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি ছিল তা বাতিল করা হয়েছে, তবে যারা চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী বা যারা আশ্রয় প্রত্যাশী তাদের জন্য এই ঘোষণা নয়।
০২	তাদের সাথে চুক্তি রক্ষা করতে হবে যারা নিজেরা চুক্তি রক্ষা করে চলে। যারা চুক্তি ভংগ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে।
০৩	মুশরিকরা মাসজিদ আল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী হতে পারবে না। পিতা বা ভাইও যদি অবিশ্বাসী হয় তাহলে তাদের অভিভাবক মানা যাবে না।
০৪	মুসলিমদের আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত, শুধু সৈন্য সংখ্যার ওপর নয়।
০৫	ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও শিরক করেছে। অবিশ্বাসীরা আল্লাহর জ্যোতি এক ফুঁ দিয়ে নেভাতে চায়, কিন্তু তাতে তা আরো উদ্ভাসিত হয়। যারা অন্যায়ভাবে অন্যের ধন সম্পদ ভোগ করে, সোনা-রূপা দান না করে খালি জমা করে, জাহান্নামে তাদের সেই সম্পদ গলিয়েই ছেকা দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে।

০৬	কেউ আল্লাহর রাসূলের পথে ধন ও প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করতে রাজি না হলে কঠিন শাস্তি রয়েছে। মানুষ বুঝে না আসলে এর মধ্যেই তার জন্য কল্যাণ রয়েছে।
০৭	মুসলিমদের কোনো মঙ্গল হলে মুনাফিকদের কষ্ট হয়, আর বিপদ হলে তারা খুশি হয়। অথচ সবকিছুই আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। মুনাফিকরা অর্থ সাহায্য দিতে চাইলেও নিতে মানা করা হয়েছে।
০৮	যাকাতের ৮টি খাত উল্লেখ করা হয়েছে– নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত (মিসকিন) এবং যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, যাদের মনকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা আবশ্যক, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও বিপদগ্রস্ত মূসাফির।
০৯	মুনাফিক ও কাফিরদের ধ্বংস ও জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। পূর্বে অনেক শক্তিশালী জাতিকেও ধ্বংস করা হয়েছিল সত্য প্রত্যাখ্যান করায়।
১০	মুনাফিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কারণ তারা ছিল সত্য ত্যাগী, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দানকারী ও বিদ্রুপকারী।
১১	তাবুক যুদ্ধে মুনাফিকরা নানা অজুহাত দিয়ে ঘরে বসে ছিল। এই মুনাফিকদের আর কোন অভিযানে নেওয়া এবং তাদের জানাজা পড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

পারা নং ১১

সূরা আত তওবাহ্ ৯৩ — সূরা হুদ ৫

সূরা আত তাওবাহ

তাবুক যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিকদের সব চক্রান্ত ও অজুহাত নস্যাৎ করা হয়েছে। যুদ্ধে না যাওয়া তিন সাহাবীর আন্তরিক তাওবা আল্লাহ কবুল করেছিলেন।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
১২	দুর্বল ঈমানের মুসলিম এবং মুনাফিক, যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তাদের প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে। তবে যাদের সত্যিকার ওজর ছিল, তাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই।
১৩	মুনাফিক নারী ও পুরুষ, যারা আল্লাহ ও তার কিতাব এবং পয়গম্বরদের কটু কথা বলে ও মিথ্যা আরোপ করে, তাদের শাস্তির কথা এসেছে। বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে চাল চালার জন্য মুনাফিকরা একটি মসজিদ গঠন করেছিল, সেখানে সালাত পড়তে রাসূলকে নিষেধ করা হয়েছে।
১৪	আত্মীয় মুশরিক হলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়। ইব্রাহিম (আঃ)ও এ ব্যাপারে জানার পর আর তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। আল্লাহ স্পষ্টভাবে সাবধান না করে কোন জাতিকে বিভ্রান্ত করেন না। তাবুক যুদ্ধে ওজর ছাড়াই না যাওয়া তিন সাহাবীকে সামাজিক বয়কট করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের আন্তরিক তাওবার কারণে তাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। মূলত এই ঘটনার কারণেই সূরার নাম আত তাওবাহ।

১৫	বিশ্বাসীদের উচিত একটি দলকে অভিযানে পাঠানো এবং আরেকটি দলকে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা করতে দেয়া এবং মানুষদের সতর্ক করা।
১৬	অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যারা নিকটবর্তী তাদের সাথে আগে করা উচিত। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা প্রতি বছর বিপর্যস্ত হলেও নরম হয় না, পরিশেষে অবিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

সূরা ইউনুস

এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী তারা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থায় চলে ও একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তার-ই ইবাদত করে।

আল্লাহ বহু নবী-রসূল পাঠিয়েছেন মানুষ জাতির জন্য হিদায়াতের বাণী পৌছে দিতে, স্মরণ ও সতর্ক করতে। অহংকার ও দ্বীনের প্রতি অবিশ্বস্ততার পরিণাম কি তা নবী নূহ ও মূসা (আঃ) এবং ফিরআউনের ঘটনা জানান দেয়।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	আল কুরআনে রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী, দিন-রাত্রি, চাঁদ-সূর্য সব কিছুর স্রষ্টা। কোনো কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। জ্ঞানীদের জন্য এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।

০২	অবিশ্বাসীদের সামনে কুরআন পড়া হলে এবং তা মনঃপুত না হলে তারা বলে অন্য গ্রন্থ নিয়ে আসতে।
০৩	বান্দার অকৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। পার্থিব জীবনকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে।
০৪	আল্লাহ ছাড়া কেউ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনে তার পুনরাবর্তন করতে পারেনা, তবু মানুষ অবিশ্বাস করে। কুরআন সম্পর্কে কেউ সন্দিহান হলে, এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন করে দেখাতে বলা হয়েছে।
০৫	যারা কুরআন অস্বীকারকারী তারাই হতভাগা। প্রত্যেক জাতির জন্যই হিদায়াতের বাণী পাঠানো হয়েছে এবং সবার জন্যই নির্দিষ্ট কাল রয়েছে। এর পরেই তাদের যথাযথ প্রতিফল দেয়া হবে।
০৬	কুরআন হলো অন্তরের ব্যধির প্রতিকার, বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ।
০৭	তোমরা যা-ই করো না কেনো, আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা। মুশরিকদের মিথ্যা এবং অন্যায়ের জন্য পরকালে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, পৃথিবীতে যতই সুখ উপভোগ করুক না কেন।
০৮	নূহ নবী ও তার জাতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মূসা (আঃ) এবং ফিরআউন এর কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।
০৯	আল্লাহ মুক্তি দান করেন বনী ইসরাইলকে, ফিরআউনের দাসত্ব থেকে। ফিরাউনের অন্তিম মুহূর্তের আত্মসমর্পণ সত্বেও তাকে ক্ষমা করা হয়নি, বরং তার অভিশপ্ত লাশ সংরক্ষণ করা হয়েছে নিদর্শন স্বরূপ।
১০	বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তারা আবার অবাধ্য হয় ও বিভেদ সৃষ্টি করে। হজরত ইউনূস (আঃ) এর লোকেরা আল্লাহর শাস্তি পতিত হওয়ার আগেই নিজেদের সংশোধন করেছিলো। জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, তওবাহ্ করে গুনাহ থেকে ফিরে আসা আমাদের দায়িত্ব।

১১	আল্লাহ যাকে শাস্তি প্রদান করেন, তাকে না কেউ রক্ষা করতে পারে এবং যাকে নিয়ামত দান করেন, না কেউ তা ঠেকাতে পারবে। নিজের মঙ্গলের জন্যই সবসময়ই আল্লাহর পথ অনুসরণ করতে হবে।

পারা নং ১২

সূরা হুদ ৬ — সূরা ইউসুফ ৫২

সূরা হুদ

সূরা হুদে আমরা নবী নূহ, সালিহ, হুদ, লুত, শুআইব এবং মূসা আলাইহিমুস সালাম এর কাহিনী জানতে পারি। এখানে মূল বিষয়টি হলো, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা থেকে মানুষের কাছে তাঁর নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু মানুষ যখন নবী-রাসূলদের কথা শোনেনি এবং তাদের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে অবিরতভাবে। এমনকি কেউ নবীর সন্তান হোক বা তার স্ত্রী হোক বা অন্য কেউ হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। যারা আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা কেউই আল্লাহর ফয়সালা থেকে বাঁচতে পারেনি।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	যমিনের উপর বিচরণশীল সবার রিযিক পৌঁছানোর দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি পৃথিবীসহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। অবিশ্বাসীদের শাস্তি স্থগিত রাখা হয়েছে, যেদিন তা আসবে সেদিন কেউই ঠেকানোর থাকবেনা।

০২ কেউ দুনিয়া কামনা করলে আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে কম দিবেন না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

০৩ নবী নূহ (আঃ) এর কাহিনী বলা হয়েছে। তিনি বার বার সতর্ক করার পরও তার সম্প্রদায় কথা শোনেনি, বরং অহংকার করেছিল।

০৪ যারা নবী নূহ (আঃ) কে অবিশ্বাস করেছিল তাদের সকলকে, এমনকি নূহ (আঃ) এর ছেলেকেও মহাপ্লাবনের ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিলো। শুধু বিশ্বাসী আর সব প্রজাতির এক জোড়া প্রাণীকে একটি জাহাজের মধ্যে সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

০৫ নবী হুদ (আঃ) এর সম্প্রদায় আ'দ জাতি আল্লাহর বাণী অস্বীকার করেছিল। তারা রাসূলকে অমান্য করতো অথচ প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারকে মেনে চলতো। এজন্য তারা সবাই কঠিন আযাবে পতিত হয়েছে।

০৬ নবী সালিহ (আঃ) এর সম্প্রদায় সামুদ জাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি উটনী পাঠিয়েছিলেন নিদর্শন হিসেবে। আল্লাহ প্রদত্ত আযাব (মহাগর্জন) তাদেরকে পাকড়াও করেছিল কারণ তারা তাদের মালিক কে অস্বীকার করেছিল এবং সেই উটনিকে হত্যা করেছিল।

০৭ কতিপয় ফেরেশতাদের একটি সন্তানের সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহিম (আঃ) এর কাছে গমন করেছিল, তিনি তখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। তারপর সেই ফেরেশতারা লুত (আঃ) এর কাছে প্রেরিত হয়েছে। লূত (আঃ) এর জাতি, যারা ছিল সমকামী, তাদের উপরও কঠিন আযাব (কংকর বর্ষণ) এসেছিল।

০৮ শুআইব (আঃ) এর জাতি মাদিয়ানবাসী আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল এবং মাপে কম দিত। এর ফলে তাদের উপরও আযাব (মহাগর্জন) এসেছিল।

০৯	মূসা (আঃ) কে ফেরাউন এবং তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠানো হয়েছিলো। এখানে উল্লেখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জনপদের কাহিনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই কাহিনীগুলোর মাঝে তাদের জন্য নিদর্শন মজুদ রয়েছে যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে।
১০	নবী রাসূলদের প্রথমে অস্বীকার করা হতো। তাঁরা সবরের সাথে প্রতিনিয়ত আল্লাহর বাণী সবার কাছে প্রচার করতেন। আল্লাহ তায়ালা চাইলে, তিনি মানুষদের একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কারো উপর তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেন না।

সূরা ইউসুফ

সূরা ইউসুফ এর মূল বিষয়বস্ত হচ্ছে সব নবী-রাসূল মানুষ ছিলেন এবং তাদের প্রচারিত বাণী ছিল একই। নবী-রাসূলগণ ছিলেন অত্যন্ত নৈতিক মানুষ। বিশ্বাসীদের এরকমই নৈতিক হওয়া উচিত। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর উপর ভরসা করেছিলেন এবং সর্বশেষে আল্লাহর পরিকল্পনাই সফল হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	নবী ইউসুফ (আঃ) এর কাহিনী বর্ণনা শুরু হয়েছে, একে সবচেয়ে ভালো কাহিনী বলা হয়েছে। তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন এবং এর কথা বাবা ইয়াকুব (আঃ) কে জানান।
০২	নবী ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা সম্পূর্ণ হিংসার কারণে তাকে বেড়াতে নিয়ে একটি কুয়ায় ফেলে দেয়। এক যাত্রীদল তাকে উদ্ধার করে মিশরে বিক্রি করে দেয়।

০৩	মিশরের এক সম্ভ্রান্ত লোক তাকে কিনে এবং নিজ বাড়িতে রাখে। তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী ইউসুফ (আঃ) কে অশ্লীলতাপূর্ণ প্রলোভন করে। ইউসুফ (আঃ) পালাতে গেলে জামার পেছনের দিক ধরে সে টান দেয়। এই জামাটি পরে ইউসুফ (আঃ) এর পক্ষে প্রমাণ ছিল।
০৪	সেই মহিলা শহরের সব মহিলাদের নিজ বাসায় ডেকে ইউসুফ (আঃ) কে সামনে আনে। সবাই তার রূপ দেখে পাগল হয়ে যায়। পরে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।
০৫	ইউসুফ (আঃ) কারাগারে বন্দীদের কাছে ধর্মপ্রচার করেন। দুজন যুবকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দেন আল্লাহর ইচ্ছায়, তাদের একজন কারাগার থেকে মুক্তি পায়।
০৬	তৎকালীন রাজা একটি অদ্ভুদ স্বপ্ন দেখে এবং সেই যুবকের মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ) এর ব্যাখ্যা বলে দেন।
০৭	রাজার নজরে এলে ইউসুফ (আঃ) তার চরিত্রের বিরুদ্ধে আনা মিথ্যা অভিযোগ থেকে খালাস পান। পরবর্তীতে নবী ইউসুফ (আঃ) মিশরের একজন উচ্চপদস্থ হন এবং তাকে মিশরের ভূখণ্ডে ক্ষমতা দান করা হয়েছিলো।

পারা নং ১৩

সূরা ইউসুফ ৫৩ — সূরা ইব্রাহীম ৫২

সূরা ইউসুফ

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৮	ইউসুফ (আঃ) এর সৎ ভাইয়েরা ফিলিস্তিনের দুর্ভিক্ষে রসদের জন্য মিশরে আসে। তিনি তাদের সামনে পরিচয় গোপন করে তাদের সৎভাই (অর্থাৎ তার নিজের আপন ভাই) কে নিয়ে আসতে বলে।
০৯	ইউসুফ (আঃ) তার সব ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আপন ভাইকে নিজ পরিচয় দেন। সভায় রাজার পানপাত্র হারিয়ে যায়, যা সেই ভাইটির মালপত্রের মাঝে তল্লাশি করে পাওয়া যায়। ফলে শাস্তিস্বরূপ তাকে দাস বানানো হয়। আসলে আল্লাহ্ই ইউসুফ (আঃ) এই কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন যেন তিনি আপন ভাইকে নিজের কাছে রাখতে পারেন।
১০	ইউসুফ (আঃ) এর সৎ ভাইরা পিতা ইয়াকুব (আঃ) এর কাছে গিয়ে সব খুলে বলে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি ইউসুফ (আঃ) এর শোকে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, আরেক ছেলেকে হারিয়ে আরো কষ্টে পতিত হলেন, কিন্তু আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধরলেন। এদিকে ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের অবস্থা করুণ হয়ে গেলে আবার মিশরে গিয়ে সাহায্য চায়। তখন ইউসুফ (আঃ) তার পরিচয় তার সৎ ভাইদের কাছে প্রকাশ করেন এবং তাদের মাফ করে দেন। তার পরনের একটি জামা ভাইদের দিয়ে পিতার কাছে পাঠান।

১১	ইয়াকুব (আঃ) এর মুখের উপর সেই জামাটি রাখার পর তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। অতঃপর তিনি পরিবারসহ মিশরে আসেন। ইউসুফ (আঃ) তার পিতা-মাতাদের সম্মানের উচ্চাসনে বসান এবং সকলে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তার সামনে মাথা নত হয়। এটাই ছিল তার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা।
১২	নবী-রাসূলদের কাহিনী জানার মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু শেখার এবং অনুসরণ করার আছে।

সূরা রা'দ

সূরা রা'দ এর মূল বিষয় হলো ঐশ্বরিক পথ প্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা এই সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। (প্রতিটি নারী তার গর্ভে যা কিছু বহন করে এবং তার জরায়ু সন্তান এর যা কিছু বাড়ায় কমায় তার সবই আল্লাহ তা'আলা জানেন)। তিনি মাতৃগর্ভে কি রয়েছে তা জানেন এবং সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের অধীন। তিনি মানুষদের পথ প্রদর্শনের জন্য নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং এখন শেষ রাসূল (সাঃ) এসেছেন।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	প্রকৃতিতে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে।
০২	আল্লাহ তা'আলা সব জানেন। সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁরই প্রশংসা করে, সিজদা করে। এসব কিছুর মাঝে তাদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে, যারা এ সম্পর্কে চিন্তা করে।
০৩	বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী, তাদের চরিত্র এবং তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

০৪	আল্লাহ তা'আলার স্মরণে হৃদয় প্রশান্ত হয়। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, কোন নিদর্শন বা অলৌকিক ঘটনাও তাদের সাহায্য করতে পারে না।
০৫	অতীতের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নবী রাসূলদের অস্বীকার করতো এবং তাদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত কিন্তু তাদের পরিণতি কি ছিল তা বলা হয়েছে।
০৬	হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তার নবুওতের সাক্ষ্যের ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং যাদের কাছে পূর্ববর্তী কিতাবের জ্ঞান রয়েছে তাদের সাক্ষ্যও যথেষ্ট।

সূরা ইব্রাহিম

সূরা ইব্রাহীমে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পথ প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। মানুষদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা এই পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য। পূর্বে লোকেরা নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করত। তারা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করত এবং মেরে ফেলার হুমকি দিত বা শহর থেকে তাদের বিতাড়িত করত। এই সূরায় মক্কা প্রতিষ্ঠিত করার সময় ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া এর কথা উল্লেখ রয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	মানবজাতিকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোতে নিয়ে আসা-ই কোরআনের উদ্দেশ্য।
০২	নবী-রাসূলগণ এবং তাদের জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানুষ হওয়ার কারণে তাদের জাতি তাদের মানতে নারাজ ছিল।

০৩	অবিশ্বাসীরা নবী রাসূলদের হুমকি দিত কিন্তু নবী রাসূলদের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।
০৪	শয়তান অবিশ্বাসীদেরকে এই পৃথিবীতে ভুল পথে ডেকেছে কিন্তু পরকালে সে তাদের বিপদের মুখে ফেলে ছেড়ে যাবে।
০৫	মানুষদের অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।
০৬	ইব্রাহিম (আঃ) মক্কা, তার লোকজন এবং তার সন্তানদের জন্য কিছু দু'আ করেছেন।
০৭	জালেমরা যা কিছু করছে, তাদের অবকাশ এবং তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত। কিয়ামতের দিন তাদের জামা হবে আলকাতরার আর আগুন ওদের মুখ ছেয়ে ফেলবে।

পারা নং ১৪

সূরা আল-হিজর ১ — সূরা আন-নাহল ১২৮

সূরা আল-হিজর

এই সূরায় আরবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিজর উপত্যকায় বসবাসকারী 'সামূদ জাতি' (হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়)- এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'আল-হিজর'। সূরা হিজরের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশসমূহ এবং তাতে মানুষের প্রতিক্রিয়াসমূহ। যারা আল্লাহর বাণীসমূহকে অস্বীকার করে, তিনি তাদেরকে সতর্ক করেন। এই সতর্কবাণীর উদাহরণস্বরুপ এখানে হযরত লুত (আলাইহিস সালাম) এর সম্প্রদায়, সামুদ জাতি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব। তিনি এই কিতাব নাজিল করেছেন এবং তিনিই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী। কুরআন মাজীদের আগেও অসংখ্য আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এগুলো বিশেষ সম্প্রদায় এবং একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্ধারিত ছিল। এগুলো সংরক্ষণের দায়িত্বও এ সকল সম্প্রদায়ের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল। অন্যদিকে 'কুরআন মাজীদ' সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর বিধান কার্যকর থাকবে।
০২	আল্লাহ তাআ'লা এই মহাবিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে অবগত এবং তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। সূরাটিতে পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টিকৃত অসংখ্য নিদর্শন এবং তাঁর একত্ববাদের প্রামাণ্যতা এর ব্যাপারে বলা হয়েছে।
০৩	মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রাণহীন মাটি থেকে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে আদম (আলাইহিস সালাম)- কে সিজদা করার হুকুম দেন। এর প্রেক্ষিতে শয়তানের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। শয়তান শপথ করেছে, সে মানুষের কাছে পাপকে আকর্ষণীয় করবে, তার সর্বনাশ করবে। আল্লাহ বলেছেন, যারা শয়তানের অনুসারী হবে তাদের জাহান্নামে জায়গা হবে, যার সাতটি দরজা আছে পৃথক পৃথক সাতটি দলের জন্য।
০৪	জান্নাতের আলোচনার পাশাপাশি জান্নাতের নিয়ামতরাজি সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রসঙ্গে আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা যেমন ক্ষমাশীল, তেমনি তাঁর শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর।

	বার্ধক্যকালীন অবস্থায় ফেরেশতাদের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে পুত্র সন্তানের (ইসহাক আলাইহিস সালাম) সুসংবাদ দেওয়া এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরুপ ফেরেশতাদের সাথে তাঁর কথোপকথন সম্পর্কে বলা হয়েছে।
০৫	হযরত লুত (আলাইহিস সালাম) এবং হযরত শুআইব (আলাইহিস সালাম) এর সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা এবং তাদের ধ্বংসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
০৬	হিজরবাসী (সামুদ সম্প্রদায়) এবং তাদের সাথে কি হয়েছিল, এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন এবং সূরা আল-ফাতিহা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামত। 'আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই'- সূরা ফাতিহার এ আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে শিখিয়েছেন, তারা যেন সবকিছু আল্লাহ তা'আলার কাছেই চায়। সবশেষে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রকাশ্যে দাওয়াতের হুকুম এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

সূরা আন নাহল

সূরা 'আন নাহল' আল্লাহর সৃষ্টিশীল ক্ষমতার কথা বলে। এই মহাবিশ্বের সবকিছুই আমাদেরকে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্য। এ সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর নেয়ামতসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি মৌমাছি ও তার কর্মপন্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সেজন্য সূরাটির নাম রাখা হয়েছে 'নাহল' (মৌমাছি)।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	‘সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ’- এটাই সত্য। এ সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাঁর নেয়ামতরাজির কথা উল্লেখপূর্বক আরবের মুশরিকদেরকে তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন। কেননা, তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাসী হলেও, প্রভুত্বে তাঁর সাথে তাদের দেবতাদেরকে শরীক করতো। আল্লাহ মানুষকে সামান্য শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাকশক্তি লাভের পর, সে সেই মহান স্রষ্টার সাথে অন্যদেরকে শরীক করে তাঁর সাথে বিতন্ডায় লিপ্ত হলো। সরল পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ তাআ’লার এবং এ উদ্দেশ্যই তিনি দুনিয়াতে নবী-রসূলদেরকে ও তাঁর কিতাব প্রেরণ করেছেন।
০২	এই সূরায় আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত অনুধাবন প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল নিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনার পর তিনি বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা থেকে প্রাপ্ত নিয়ামত আমাদের পক্ষে গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। সূরা নাহলের আরেক নাম সূরা ‘নিয়াম’ যার অর্থ নিয়ামতরাজি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত। মুশরিকরা যেসকল দেব-দেবীদের পূজা করে তারা নিষ্প্রাণ এবং তাদের পক্ষে কিছুই সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাদের এ বিষয়েও জ্ঞান নেই যে, যেসকল মুশরিকগণ তাদের পূজা করে তাদেরকে কবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।
০৩	শেষ সময়ের ব্যাপারে সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না এবং এজন্য আখিরাতে তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করবেন। যারা আল্লাহর কিতাবকে গল্প-কাহিনী বলে অস্বীকার করেছিল এবং মানুষকে প্রভাবিত করে বিপথগামী

করেছিল, সেসকল লোকের গুনাহের ভারও তাদেরকে বহন করতে হবে।

০৪ বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে রয়েছে বৈপরিত্য। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত এবং মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

০৫ রাসূলগণের দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার থেকে প্রাপ্ত বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে কেউ হিদায়াত দিতে পারেন না।
কাফেরদের মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন এর প্রতি অবিশ্বাস এবং এর জবাব প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। যেকোনো কাজ সম্পাদন করতে আল্লাহর কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। তিনি আদেশ দেওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গেই সেটা হয়ে যায়, যা মানুষের চিন্তা-চেতনার উর্দ্ধে।

০৬ নবী (আলাইহিস সালাম)- রাও মানুষ ছিলেন। সর্বশেষ নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে।

০৭ এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে শিরকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা। আরবরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত কিন্তু তারা নিজেরা কন্যা সন্তান পছন্দ করতো না। কন্যা সন্তানের জন্মকে কুরআনে সুসংবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সূরাটিতে কন্যা সন্তান সম্বন্ধে জাহেলী যুগের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

০৮ আল্লাহ মানুষকে তওবা করার এবং তার দিকে ফিরে আসার সময় দেন।

০৯ মৌমাছিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন কিছু দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা রীতিমতো অবাক করার মতো বিষয়।

১০	রিযিকের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।
১১	কিয়ামত আসন্ন এবং তা চোখের পলকতুল্য। যারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দেখেও তা অনুধাবন করতে পারে না এবং অস্বীকার তারা অকৃতজ্ঞ।
১২	কিয়ামতের দিন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে একজন সাক্ষী ওঠানো হবে।
১৩	ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন এবং অশ্লীলতা, মন্দ কাজ এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেছেন।
১৪	কুরআন আল্লাহর প্রেরিত বাণী। কোনো নবীও এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম নন। কাওকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী কথা উচ্চারণে বাধ্য করা হলে, হুমকিপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত কুফরী কথা উচ্চারণ করতে পারবে এবং গুনাহ হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, তার অন্তর ঈমানে অবিচল থাকতে হবে।
১৫	হালাল খাবার গ্রহণ এবং আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। হারাম জিনিস যেমন– মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাইকৃত পশু খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।
১৬	হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এর প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আজীবন আল্লাহর আনুগত্য করেছেন এবং তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে তাঁর দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং দাওয়াহ দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় বর্ণিত হয়েছে।

পারা নং ১৫

সূরা বনী ইসরাঈল ১ — সূরা আল কাহাফ ৭৪

সূরা বনী ইসরাঈল

সূরা বনী ইসরাইল কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর মনোনিবেশ করে। এটি জোর দেয় যে মানুষের সর্বদা আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশনা প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশনা ব্যতীত মানুষ মন্দ, পাপ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। মানুষের অবশ্যই একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক থাকতে হবে এবং বিশ্বাস, ন্যায়বিচার এবং নৈতিকতার নীতির উপর নির্মিত সমাজে বসবাস করতে হবে। সূরাটি অহংকার ও অহঙ্কারের কুফল সম্পর্কে কথা বলে এবং মানুষকে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করতে এবং প্রার্থনায় তাঁর সামনে নম্র হতে আহ্বান জানায়।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	রাসূল (সাঃ) এর মিরাজের রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরের কথা বলা হয়েছে। কোরআন এমন এক পথের নির্দেশনা দেয় যা মজবুত। ঈমানদার মানুষেরা নেক আমল করে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে এক মহা পুরস্কার রয়েছে। অপরদিকে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।
০২	যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলবে সে তো চলবে নিজের ভালোর জন্য, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ করবে তার গোমরাহীর দায়িত্ব থাকবে একান্তই তার ওপর। মানুষ কাঙ্খিত বস্তু পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে। অথচ পুরষ্কার বা শাস্তি তা আল্লাহ কর্তৃক

নির্ধারিত সময়েই আসবে।
আল্লাহর সাথে আমরা অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে মানবো না, নতুবা পরকালে আমরা নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বো।

০৩ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ইবাদত এবং পিতামাতার সম্মান সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেন।
আল্লাহ আমাদের অন্তরসমূহের ভিতরে যা আছে তা ভালো করেই জানেন। অভাবগ্রস্ত মূসাফিরদের হক আদায় করতে হবে। অপব্যয়কারীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই। কৃপণতা এবং অতিরিক্ত খরচ করা যাবে না। আল্লাহ যাকে চান রিজিক বাড়িয়ে দেন আবার যাকে চান তার রিজিক কমিয়ে দেন।

০৪ কিছু নৈতিক শিক্ষা– শিশুদের অধিকার, শালীনতা, জীবনের অধিকার, এতিমের সম্পত্তি, আচরণে সততা, নম্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ব্যভিচারের ধারে কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এতিমদের মাল সম্পদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন। সঠিক পরিমাপ (ওজন) করার কথা বলেছেন। কেয়ামতের দিন কান চোখ ও অন্তর এর সবকয়টির ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

০৫ তাওহীদ হলো কুরআনের মৌলিক বাণী। একাধিক উপাস্য থাকলে তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো।

০৬ বিনয় ও নম্রতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর বান্দারা যাতে উত্তম কথা বলে নতুবা শয়তান খারাপ কথার দ্বারা তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়।

০৭ মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের অহংকার এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার অঙ্গীকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। শয়তান তার কথা, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মানুষকে আক্রমণ করতে

	পারে, কিন্তু আল্লাহর প্রকৃত দাসদের ওপর কোনোই প্রভাব ফেলতে পারবে না।
০৮	কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার নিজের আমলসহ হাজির করা হবে।
০৯	তাহাজ্জুদ সালাত আদায় এবং ফজরে কুরআন পাঠের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
১০	রুহ সম্পর্কে ইচ্ছা করেই মানুষকে খুব কম ধারণা দেয়া হয়েছে। কুরআন অদ্বিতীয়। সব মানুষ ও জ্বিন একত্রিত হয়ে কোরআনের অনুরূপ কিছু তৈরি করতে পারবে না
১১	নবীদের গ্রহণ করার বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের খোঁড়া যুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে।
১২	হযরত মূসা (আঃ) এর প্রতি ফেরাউনের মনোভাব এবং তিনি যে নিদর্শনগুলো দেখিয়েছিলেন (৯টি) তা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সবসময় কার্যকর হয়ে থাকে। *[সিজদা]* সালাতে কণ্ঠ বেশি উঁচু বা নিচু করতে মানা করা হয়েছে আর শ্রদ্ধার সাথে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে বলা হয়েছে।

সূরা আল কাহাফ

সূরা আল কাহাফ এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয় যা মক্কার মুশরিকরা নবী (সাঃ)-এর কাছে করেছিল। উত্তরগুলি খুব স্পষ্টভাবে এসেছে এবং ইসলামের বাণী গ্রহণ করার জন্য তাদের চ্যালেঞ্জও করেছে। এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে– গুহাবাসী, যে ব্যক্তির দুটি বাগান ছিল এবং নিজের জন্য খুব গর্বিত ছিল, খিদরের সাথে হযরত মূসা, যুলকারনাইন একজন ধার্মিক শাসক। এই এক কাহিনীগুলোতে আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস, জ্ঞান এবং ধৈর্যের মূল্য, সময়ের আপেক্ষিকতা এবং এই বিশ্বের বৈচিত্র্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি কোরআন নাযিল করেছেন, আর তাতে কোন বক্রতার অবকাশ রাখেননি।
০২	এখান থেকে আল্লাহতা'আলা আসহাবে কাহফের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা শুরু করেছেন। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা সত্য দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং হিদায়াত লাভ করে। **কাহাফবাসীদের মূল ঘটনা** পূর্বযুগীয় কতকগুলি মনীষীর বর্ণনা রয়েছে যে, এই লোকগুলি রোমের লোক ছিলেন। একবার তাঁরা তাদের কওমের সাথে উৎসব উদযাপন করতে গিয়ে ছিলেন। ঐ যুগের বাদশাহর নাম ছিল দাইয়ানুস। সে অত্যন্ত উদ্ধত ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিল। সে সকলকে শিরকের শিক্ষা দিতো এবং মূর্তিপূজা করাতো। এই যুবকগণও তাদের বাপ-দাদাদের সাথে এই উৎসব মেলায় গিয়েছিলেন। তথাকার তামাশা দেখে তাদের মনে ধারণা জন্মে যে, মূর্তিপূজা নিছক বাজে কাজ। ইবাদত-বন্দেগী ও উৎসর্গ একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্যেই হওয়া উচিত যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। সুতরাং এই লোকগুলি এক এক করে সেখান থেকে সরে পড়েন ও সবাই একটি গাছের নীচে জমা হয়ে যান। ঈমানের জ্যোতি তাদেরকে এক জায়গায় মিলিত করে। এই যুবকবৃন্দ পরস্পর সত্য ও খাঁটি বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলেন এবং তারা সহোদর ভাইদের চেয়েও বেশী একে অপরের শুভাকাংখী হয়ে পড়েন। তারা তখন একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নেন এবং সেখানে এক আল্লাহর ইবাদত করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে তাদের কওমের কাছে ও রাজার কাছেও তাদের খবর

	প্রকাশ হয়ে পড়ে। অতঃপর যুবকরা তাদের দ্বীনকে রক্ষা করার জন্যে নিজেদের কওমের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল যে, না জানি তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। পালিয়ে গিয়ে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। তারা প্রার্থনা করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন। আমাদেরকে আমাদের কওম হতে লুকিয়ে রাখুন এবং আমাদের এই কাজের পরিণতি ভাল করুন।"
০৩	ঐ গুহায় প্রবেশ করে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঘুমের মধ্যেই বহু বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনেক বছর পর জাগ্রত করেন, কিন্তু তারা নিজেরা বুঝতে পারে না। খাবারের জন্য গুহা থেকে বের হয়ে শহরে যেতেই তারা সেকথা বুঝতে পারে। লোকজনও অবহিত হয়। তাদের সংখ্যার কথা আল্লাহ ইচ্ছা করেই উহ্য রেখেছেন।
০৪	সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করুন। সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তাই ভবিষ্যতের কথা বললে ইন-শা-আল্লাহ্ বলতে হবে। ভালো সঙ্গের সাথে থাকা উচিত।
০৫	একজন অহংকারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। অহংকারী ব্যাক্তির বাগান ও প্রচুর সম্পত্তি নিমিষেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
০৬	ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি শুধুই ক্ষণস্থায়ী প্রদর্শনী। মানুষের নেক আমল এবং কাজসমূহ হচ্ছে চিরস্থায়ী বিষয়।
০৭	শয়তান ও তার বংশধররা মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।
০৮	আল্লাহর রহমত সব সময় পাওয়া যায়।
০৯	হযরত মূসা (আঃ) একজন পূণ্যবান বান্দার সন্ধান করেন যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এবং কিছু বিশেষ জ্ঞানও দান করা হয়েছে।

পারা নং ১৬

আল-কাহফ ৭৫ — ত্ব হা ১৩৫

সূরা কাহফ

এই পারায় মূসা (আঃ) ও জুলকারনাইন এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৯	মূসা (আঃ) এর সফরের কাহিনীটি এখানে কন্টিনিউ করা হয়েছে। **মূল কাহিনী** মূসা (আঃ)-এর এই সফরের প্রয়োজন এই জন্য দেখা দিয়েছিল যে, তিনি একজন প্রশ্নকারীর উত্তরে বলেছিলেন, বর্তমানে আমার থেকে বড় জ্ঞানী আর কেউ নেই। তাঁর এই (গর্ব) কথা মহান আল্লাহর পছন্দ হল না। সুতরাং অহীর মাধ্যমে তাঁকে অবগত করলেন যে, আমার এক বান্দা তোমার থেকেও বড় জ্ঞানী। মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কিভাবে হতে পারে? মহান আল্লাহ বললেন, যেখানে উভয় সাগর এক সাথে মিশে গেছে, সেখানেই আমার সেই বান্দা থাকবে। অনুরূপ এ কথাও বললেন যে, সাথে করে একটি মাছ নিও। যখন এ মাছ তোমার থলি থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তখন বুঝে নিও যে, এটাই তোমার গন্তব্যস্থল। মূসা (আঃ) এর এই সফরে সঙ্গী ছিলেন ইউশা (আঃ)। একদিন মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যে চলে যায় এবং তার জন্য মহান আল্লাহ সমুদ্রে সুড়ঙ্গের মত পথ বানিয়ে দেন। ইউশা (আঃ) সব দেখেছিলেন, কিন্তু মূসা (আঃ)-কে এ কথা বলতে

ভুলে গিয়েছিলেন। এমন কি সেখানে বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করে দিয়েছিলেন। এই দিন এবং দিনের পরে রাত সফর করে যখন দ্বিতীয় দিনে মূসা (আঃ) ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করলেন, তখন তাঁর যুবক সাথী বললেন, যেখানে পাথরে হেলান দিয়ে আমরা বিশ্রাম নিয়েছিলাম, মাছটি সেখানে জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে গেছে। আর এ কথা আপনাকে বলতে আমি ভুলে গেছি। আসলে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

মূসা (আঃ) বললেন, যেখানে মাছটি জীবিত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে, সেটাই হচ্ছে আমাদের ঐ গন্তব্যস্থল, যার খোঁজে আমরা সফর করছি। তাই নিজেদের পায়ের চিহ্নকে অনুসরণ করে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করলেন, যেদিক থেকে এসেছিলেন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে ফিরে গেলেন। অতঃপর তারা একদিন সেই বিশেষ জ্ঞানী ব্যাক্তির সন্ধান পেলেন এবং তার সঙ্গী হলেন।

এই দাস বা বান্দা হলেন খাযির। মূসা (আঃ)-এর কাছে যে জ্ঞান ছিল সেই নবুঅত ছাড়াও সৃষ্টিগত বিষয়ের অনেক জ্ঞান রয়েছে, যে জ্ঞান মহান আল্লাহ কেবল খাযিরকেই দিয়েছিলেন। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে মূসা (আঃ) এ বিষয়টি উপলব্ধি করেন।

১০ খাযির ও মূসা (আঃ) একসাথে চলতে চলতে কিছু নৌকা দেখলো। খাযির নৌকায় উঠে সেটা ফুটো করে দেয়।

অতঃপর চলতে চলতে এক ছেলের সাথে তাদের দেখা হয় এবং খাযীর তাকে হত্যা করে।

তারপর তারা এক জনপদের কাছে পৌঁছলো যারা তাদের খাবার দিতে রাজি হয়নি। খাযির সেখানে একটি পড়ন্ত দেয়াল দেখে শক্ত করে দিলো, কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই। মূসা (আঃ) প্রতি বারই বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করে, যা শর্তের খেলাফ ছিল। খাযির পরিশেষে তাকে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করেন–

	➢ নৌকাটি ছিল কয়জন গরীবের, তাদের রাজা সেটা কেড়ে নিতে আসছিল। ফুটা করায় সে আর নিতে পারে না। ➢ ছেলেটি ছিল বিশ্বাসী মা বাবার অবাধ্য সন্তান। তার বিনিময়ে উত্তম সন্তান দান করার দুআ করেন। ➢ দেয়ালটি ছিল দুই এতিমের, যার নিচে ছিল গুপ্তধন। তারা সাবালক হয়ে নিজেরা ধন উদ্ধার করবে বলে এমন করা হয়।
১১	এখানে জুলকারনাইন এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি পৃথিবী সফর করতেন এবং আল্লাহ তাঁকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। একদিন তিনি এক সম্প্রদায় পেলেন যারা তার কাছে ইয়াজুজ ও মাজুজের হাত থেকে আশ্রয় চায়। তিনি তখন তাদের মাঝে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেন।
১২	যারা প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের সব শ্রম কিয়ামতের দিন পণ্ড হয়ে যাবে। অপরদিকে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের জন্য রয়েছে ফেরদাউসের উদ্যান।

সূরা মারইয়াম

সূরা মারইয়ামের বিষয়বস্তু আল্লাহর নবীদের সত্যের বাণী প্রচার ও তার কৌশল শিক্ষা। এখানে বেশ কয়েকজন নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যাকারিয়া (আ), ইয়াহিয়া (আ), ঈসা এবং তাঁর মা মরিয়ম, ইব্রাহিম (আ), মূসা (আ), ইসমাইল (আ) এবং ইদ্রিস(আ)। আল্লাহ এই সকল নবীদেরকে তাঁর নিয়ামত দান করেছেন।

তারা তাওহিদের শিক্ষা দিতেন এবং তাদের কওমকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করতেন। এই নবী-রাসূলদের জীবনেও বড় বড় অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শন দেখা গেছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	একজন সন্তান লাভের জন্য হযরত জাকারিয়া (আঃ) দোয়া করেছিলেন। অতঃপর তার শেষ বয়সে পুত্র ইয়াহিয়া (আঃ) এর জন্ম হয় এবং শৈশবেই তিনি আল্লাহর থেকে প্রজ্ঞা লাভ করেন।
০২	মরিয়ম (আঃ) এবং তার পুত্র ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক জন্মের কথা বলা হয়েছে।
০৩	হযরত ইব্রাহীম আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন। তার মুশরিক বাবার সাথে তার কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে।
০৪	আল্লাহর অন্যান্য মহান নবী ও রাসূলগণ এর কথা বর্ণিত হয়েছে, যথা; মূসা, হারুন, ইসমাইল, ইদরীস, নূহ, ইব্রাহিম, ইসরাইল আলাইহিমুস সালাম।
০৫	পুনরুত্থান দিবস অবশ্যই সংঘঠিত হবে। যারা বিভ্রান্ত তাদের প্রচুর অবকাশ দেয়া হবে, যতক্ষণ না তারা শাস্তি বা কিয়ামত প্রত্যক্ষ করবে।
০৬	কিয়ামতের দিন যে অনুমতি পাবে, সে ছাড়া কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।

সূরা ত্ব হা

সূরা ত্ব হা নবী এবং তার অনুসারীদেরকে নিশ্চিত করে যে কুরআনের বাণী শেষ পর্যন্ত সফল হবে। হযরত মূসা (আ) এর ঘটনায় এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর ইসলামের শত্রুরা কীভাবে এর বিরোধিতা করছে এবং তাদের জন্য এই বিরোধিতার পরিণতি কী হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	তোয়া উপত্যকায় মূসা (আঃ) এর নবুয়্যত ও বিশেষ নিদর্শন প্রাপ্তির কথা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।
০২	মূসা (আঃ) এর করা দোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে ও তার ভাই হারুনকে ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে নির্দেশ দেন এবং আল্লাহ মূসা (আ) এর শৈশবে তার প্রতি করা অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন।
০৩	মূসা (আঃ) ফেরাউনের কাছে যান। মিশরের জাদুকরদের সাথে তার চ্যালেঞ্জ হয়। অতঃপর জাদুকরদের পরাজয় এবং তাদের মূসা (আ) এর ধর্ম গ্রহণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।
০৪	আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) সিনাই পর্বতে যান। সে সময় সামিরি বনি ইস্রায়েলীদের ভুল পথে পরিচালিত করে এবং তারা বাছুরের পূজা শুরু করে।
০৫	মূসা (আঃ) এ ঘটনায় রাগ করেন। সামিরি জিব্রাইল (আঃ) এর পায়ের নিচের মাটি ব্যবহার করে করা তার যাদুর কথা স্বীকার করে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।
০৬	বিচার দিবসে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। এমনকি রাসূল (সাঃ)-ও না।
০৭	শয়তান মানুষকে যে বিভ্রান্ত করে এবং আদম ও ইবলীসের কাহিনীর কিছু অংশ উল্লেখিত হয়েছে।
০৮	জালেমরা অবশ্যই শাস্তি পাবে। ধৈর্য ধরুন এবং নিয়মিত সালাত পড়ুন।

পারা নং ১৭

সূরা আল আম্বিয়া ১ — সূরা আল হাজ্জ ৭৮

সূরা আম্বিয়া

নবীগণ এবং নবুয়্যাত; যা সূরার নাম থেকেই প্রতীয়মান হয়। সকল নবীই মানুষ ছিলেন। তাঁরা তাদের শত্রুদের হাতে পীড়িত হয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও তাদের পরীক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন এবং তাঁর বিধান মেনে চলেছেন। তাঁরা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর কাছে দুয়া করেছেন এবং আল্লাহ তাঁদের দুয়া শুনেছেন।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	সূরার প্রথমেই আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন যারা বিচার দিবস ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও গাফেল হয়ে আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কাফিরদের করা অভিযোগ ও অপবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে প্রেরিত রাসূলদের সম্পর্কে জেনে নিতে বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে তারা এসব অভিযোগ করত না।
০২	সীমালঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহ পূর্ববর্তী অনেক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি হিকমাহ ব্যতীত ক্রীড়াচ্ছলে কোন কিছুই করেন না। এরপর আল্লাহ তাওহীদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এবং শিরকের অসারতা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক রাসূল এরই দাওয়াত দিয়েছেন।
০৩	আল্লাহ তাঁর কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকেই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। যেসব গাফেল আল্লাহর নিদর্শন, তাঁর

	রাসূল ও আখিরাত নিয়ে ঠাট্টা করে, তাদের ঠাট্টা তাদের উপরই আপতিত হবে, কোন অবকাশ দেয়া হবে না।
০৪	আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নেই, মুশরিকরা যাদের ইলাহ বানিয়েছে তারা নিজেদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ বিভিন্নভাবে সতর্ক করেন, কিন্তু তারা সতর্কবাণী শোনে না। কিয়ামতের দিন এরাই আফসোসকারী হবে। বিচার দিবসে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সমস্ত কিছুর মীমাংসা করা হবে, কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।
০৫	ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এমন এক কৌশল গ্রহণ করলেন যাতে তাঁর কওমের লোকজন মূর্তিপূজার অসারতা বুঝতে পারে। কিন্তু তারা ভুল বুঝতে পেরেও সত্য প্রত্যাখ্যান করল, উপরন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে উদ্যত হল। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করলেন এবং তিনি লূত আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন।
০৬	এরপর একে একে নূহ, দাউদ, সুলাইমান, আইয়্যুব, ইসমাঈল, ইদরীস, যুলকিফল, ইউনুস, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া আলাইহিমুস সালামের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে মারিয়াম আলাইহাস সালামের কথাও এসেছে। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত, সবরকারী, সৎকর্মে অগ্রগামী এবং বিনীত। তাঁরা সকলে একই দ্বীনে বিশ্বাসী, এক আল্লাহরই ইবাদাতকারী ছিলেন।
০৭	কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ইয়াজুজ মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে। প্রতিশ্রুত সময় আসলে কাফিররা আফসোস করতে থাকবে; তারাই চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অন্যদিকে মুমিনদের কোন চিন্তা থাকবে না, তাদেরকে প্রদান করা ওয়াদা সেদিন পূর্ণ করা হবে। সবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রেরিত সতর্কবার্তার উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা হাজ্জ

সূরা হাজ্জ স্মরণ করিয়ে দেয় এ মহাবিশ্ব ধ্বংসের দিন এগিয়ে আসছে। এই সূরায় সত্য প্রতিষ্ঠায় এবং মিথ্যা দূর করতে দৃঢ় ঈমানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে সালাত, নম্রতা ও আত্মত্যাগ, বাইতুল্লাহর প্রতি সম্মান এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামের আলোচনা এসেছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	সূরাটি শুরু হয়েছে কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করার মাধ্যমে। যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাসী না তাদের চিন্তার খোরাক হিসেবে মানব-জীবনের বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণের পর সতেজ উদ্ভিদ জন্মানোর ক্ষমতা যার আছে তিনি নিশ্চয়ই মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম।
০২	যারা ইসলামকে পার্থিব সুখ-সম্পদ-উন্নতির মাধ্যমে বিচার করে, তারা ইহকাল ও পরকাল দুই ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্থ। মুমিন ও কাফির বিতর্ক করে আল্লাহ সম্পর্কে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন সবার মাঝে ফায়সালা করে দিবেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করবে।
০৩	যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য থাকবে জান্নাত। তাদেরকেই সৎবাক্য (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং আল্লাহর পথের (ইসলামের) দিকে পরিচালিত করা হয়েছে। অন্যদিকে যারা কুফর করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
০৪	ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে আল্লাহ হজের বিধান নির্ধারণ করেছেন। হজের অধিকাংশ বিধান ইসলাম ও

	মুসলিমদের বিশেষ চিহ্ন। এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ।
০৫	কুরবানী ইসলামের বিশেষ একটি ইবাদাত। অন্যান্য ইবাদাতের মত এটিরও আসল উদ্দেশ্য মূলত একনিষ্ঠতার সাথে রবের আদেশ পালন করা। আল্লাহ তাদের সুসংবাদ দিয়েছেন যারা বিনয়ী, ধৈর্যশীল; যারা সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে।
০৬	আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণে যাদের উপর যুলুম করা হয়েছিল, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জিহাদের বিধান না থাকলে কোন ধর্মই নিরাপদ থাকত না। যাদের রাস্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলে সালাত কায়েম, যাকাত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দিবে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। এরপর আল্লাহর রাসূলদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।
০৭	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। শয়তান চেষ্টা করতো আল্লাহর বাণী তিলাওয়াতের সময় বানোয়াট কথা ঢুকিয়ে দিতে কিন্তু আল্লাহ তাঁর আয়াত রক্ষা করেন।
০৮	যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের পথপ্রদর্শন করেন। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযিক। অন্যদিকে কিয়ামত দিবস আসার আগ পর্যন্ত কাফিররা বিশ্বাস করবে না, তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে। এরপর দিন-রাত্রির পালাবদল এবং বৃষ্টিবর্ষণে আল্লাহর নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে।
০৯	এ বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহর আদেশের অধীন। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ

	শরীয়াত ও কিতাব দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের মাধ্যমে পূর্বের সব শরীয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে, অতএব এটি নিয়ে এখন বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করার পক্ষে কোন বিধান বা প্রমাণ নাযিল হয়নি।
১০	মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করে তারা নিজেদেরকেই সাহায্য করতে অক্ষম। মুমিনদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত ও সৎকাজে অগ্রগামী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ধর্মে কঠিন কোন বিধান দেয়া হয়নি। পূর্বে আল্লাহ বিশ্বাসীদের নাম দিয়েছিলেন 'মুসলিম' (আত্মসমর্পণকারী), আর কুরআনেও তাই করেছেন। রাসূল হবে মুসলিমদের জন্য সাক্ষী এবং মুসলিমরা হবে মানবজাতির সাক্ষী।

পারা নং ১৮

আল মুমিনুন ১ — আল ফুরকান ২০

সূরা মু'মিনূন

সূরা আল-মুমিনুন-এ মানুষকে নবীকে গ্রহণ ও অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই সূরায় প্রকৃত ঈমানদারদের চরিত্র সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে এবং নিশ্চিত করা হয়েছে যে তারাই প্রকৃত সফল মানুষ হবে। এই সূরা মানব সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে, অন্যান্য অনেক সার্বজনীন লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর এতে অন্যান্য নবীদের কিছু কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এবং আমাদের বলে যে তারাও এক আল্লাহর বার্তা প্রচার করেছিলেন।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	প্রথমেই মুমিনদের সফলতার ঘোষণা দিয়ে তাদের কিছু গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান, বৃষ্টিবর্ষণ ও এর মাধ্যমে ফল-ফসল উৎপাদন, গবাদি পশু, নৌযান ইত্যাদি বিভিন্ন নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
০২	নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর বার্তা নিয়ে তাঁর কওমের কাছে যান। তাঁর কওম তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহর নির্দেশনায় তিনি নৌকা তৈরি করেন। তাঁর অনুসারী ছাড়া সকলকেই আযাবে নিমজ্জিত করার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়।
০৩	এরপর আরেকজন নবীর কথা বর্ণিত হয়েছে যাকে তাঁর কওম অস্বীকার করেছিল। তারা আখিরাত ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও ধ্বংস করে দেন। অতঃপর মূসা ও হারুন আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। মারইয়াম ও ঈসা আলাহিস সালাম এর কথাও এসেছে।
০৪	সকল রাসূল একই দীনের অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের অনুসারীরা নিজেদের খেয়ালখুশিমত দীনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ফেলে। দুনিয়াবি সফলতা ও সচ্ছলতাকে তারা সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার প্রমাণ মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সঠিক পথে তারাই আছে যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না, আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয়ে সর্বদা ভীত-সচেতন থাকে। ঐশ্বর্যশালীরা দুনিয়াতে উদাসীনতায় মগ্ন, যা আখিরাতে তাদের আফসোসের কারণ হবে। তারা সত্য পছন্দ করে না, ফলে সত্য চেনার পরও এর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

০৫	সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ, মালিকানা ও কর্তৃত্ব আল্লাহরই কাছে। মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম। যদিও কাফিররা তা বিশ্বাস করে না, এগুলোকে পূর্ববর্তীদের উপকথা মনে করে। তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে, তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করে। কিন্তু কাফিররা যা বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।
০৬	জালিমদেরকে আল্লাহ এই দুনিয়াতেই আযাব দিতে সক্ষম। মৃত্যুর পর ও বিচার দিবসে তারা আল্লাহর কাছে অনুরোধ করবে তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে কেবল লাঞ্ছনা। দুনিয়াতে তারা মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশায় লিপ্ত ছিল, তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত ছিল এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী ছিল না।

সূরা নূর

সূরা আন-নূরে ধার্মিকতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সমাজের বিকাশের জন্য অনেক নিয়ম রয়েছে। এই সূরায় পুরুষ-মহিলা সম্পর্ক, মুসলিম মহিলাদের জন্য উপযুক্ত পোশাকের নিয়ম, ব্যভিচারের শাস্তি এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যভিচার বা ব্যভিচারের অভিযোগকারীদের শাস্তি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	এই সূরায় আল্লাহ বিধান নাযিল করেছেন যাতে আমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারি। ব্যভিচার, সতী-সাধ্বী নারীদের অপবাদ-দান, নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ের

	সাক্ষ্যদান, বিচার ও শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে।
০২	মিথ্যা অপবাদ দানকারীদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে মুমিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে একে অপরের প্রতি সুধারণা রাখতে এবং নিশ্চিত প্রমাণ ও জ্ঞান ব্যতীত শোনা কথা প্রচার না করতে। বনু মুস্তালিকের অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মুনাফিকরা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি অপবাদ আরোপ করে। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর পবিত্রতার পক্ষে আয়াত নাযিল করেন।
০৩	শয়তান মানুষকে সর্বদা অশ্লীল ও অন্যায় কাজেরই প্ররোচণা দেয়। পবিত্র নারী ও পুরুষগণ একে অপরের জন্য। যারা আল্লাহর ক্ষমার প্রত্যাশা করে তাদের উচিত মানুষের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া।
০৪	সমাজে অশ্লীলতার বিস্তার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কারো গৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি গ্রহণ ও সালাম দেয়া, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করা, অবিবাহিতদের বিয়ে করিয়ে দেয়া। সেই সাথে পর্দার বিধানও নাযিল হয়েছে।
০৫	আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াতের আলোতে উপনীত করেন। হিদায়াতপ্রাপ্তরা বিচার দিবসকে ভয় করে, দুনিয়াবি ব্যস্ততা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদাত থেকে গাফেল করে না। তাদের জন্য রয়েছে কল্পনাতীত প্রতিদান। অন্যদিকে কাফিরদের কার্যাবলী মরুভূমির মরীচিকার মত, আখিরাতে যা কোন উপকারে আসবে না।
০৬	আসমান ও যমীনের সবকিছুই আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করছে। মেঘ ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিবর্ষণ, দিন-রাতের আবর্তন, ভূমিতে বিচরণকারী বৈচিত্রময় জীব– এ সবকিছুর মধ্যে চক্ষুস্মানদের

	জন্য শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ সত্য পরিস্ফূটনকারী আয়াত নাযিল করেছেন। কিন্তু মুনাফিকরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর আস্থা রাখে না, তারা সন্দেহে নিপতিত।
০৭	মুমিনদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হলে তারা বলে "আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।" মুনাফিকরা আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খায়। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে আল্লাহ রাস্ট্রক্ষমতা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন। তারা তখন কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। কাফিরদের এই পৃথিবীতে পরাক্রমশীলতা দেয়া হলেও তা সাময়িক।
০৮	তিনটি সময়ে ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ, যাদের ঘরে খাওয়া অনুমোদিত ইত্যাদি বিষয়ের বিধান বর্ণিত হয়েছে।
০৯	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থে বিশেষ কিছু বিধান দেয়া হয়েছে। সূরাটি শেষ করা হয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও জ্ঞানের উল্লেখের মাধ্যমে।

সূরা ফুরকান

সূরা আল-ফুরকানে কুরআন এবং ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের কিছু আপত্তির উত্তর দেয়া হয়েছে। সূরাটি ইসলামের সত্যতা প্রমাণের মানদণ্ড হিসেবে মুমিনদের চরিত্রকেও উপস্থাপন করে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানবজাতিকে সতর্ক করার জন্য। তাঁর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করা হয় তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। অতঃপর কুরআন ও রাসূলের বিরুদ্ধে কাফিরদের আনীত কিছু অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– এই কুরআন রাসূল নিজে লিখেছেন, কেন ফেরেশতা না পাঠিয়ে একজন মানুষকে রাসূল করা হল, কেন তাঁকে ধনভাণ্ডার দেয়া হল না ইত্যাদি।
০২	আল্লাহ চাইলেই তাদের দাবিগুলো পূরণ করতে পারতেন। কিন্তু মূল বিষয় হল তাদের এসব প্রশ্নের পেছনে রয়েছে কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা। তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করত তাদেরকেও সেদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মুশরিকরা সেদিন তাদের এসব মিথ্যা ইলাহ থেকে কোন সাহায্যই পাবে না। অন্যদিকে মুত্তাকীদের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী জান্নাত।

পারা নং ১৯

আল ফুরকান ২১ — আন নামল ৫৫

সূরা ফুরকান

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৩	কাফেরদের ফেরেশতা এবং আল্লাহকে দেখার আবদারের কথা উল্লেখ হয়েছে। তারা জিজ্ঞেস করে, পুরো কুরআন কেন

	একবারে নাযিল করা হয়নি? আল্লাহ ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল করেছেন যেন, মানুষের হৃদয় মজবুত হয় ও বিভিন্ন সমস্যার উত্থানে সমাধান দেয়া যায়।
০৪	নবী মূসা (আঃ), হারুন (আঃ), নূহ (আঃ) এবং আদ, সামুদ এবং আল-রাস (কুয়াবাসী) সম্প্রদায়ের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। সীমালঙ্ঘনের কারণে তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। এসব জনপদের পাশ দিয়ে অবিশ্বাসীরা চলাফেরা করে, তবু তারা কিয়ামতের ভয় করে না।
০৫	প্রকৃতিতে রবের কিছু নির্দশন, যেমনঃ ছায়া, রাত ও দিন, ঝড় বৃষ্টি, দুটি ভিন্ন ধরণের পানিসহ প্রবাহমান মহাসাগরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ, জান্নাত এবং ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারেও বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের মহান স্রষ্টার সামনে সিজদা করতে বলা হলে তারা অস্বীকার করে। *[সিজদা]*
০৬	আল্লাহর অনুগত বান্দাদের চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে। নম্রভাবে চলাফেরা, সালাম দিয়ে সম্বোধন করা, রাত্রিতে ইবাদাতকারী, মিতব্যয়ী ইত্যাদি।

সূরা শুআরা

কুরআন যে আল্লাহর বাণী তা যাচাই করার জন্য কাফেররা নিদর্শন চেয়েছিল। আল্লাহ প্রকৃতি ও ইতিহাস উভয় ক্ষেত্রেই অনেক নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। অনেক নবীর কাহিনিতে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে, যে সকল নবীই মূলত একই সত্যের বাণী প্রচার করেছেন।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	আল্লাহ চাইলে মানুষকে শক্তিশালী নিদর্শন দেখাতে পারতেন, কিন্তু এতেই মানুষের জন্য রয়েছে পরীক্ষা। যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলোই এক একটি নিদর্শন।
০২	মূসা (আঃ) ফেরাউনকে দাওয়াত দিলে সে অস্বীকার করে এবং তার ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য মানলে শাস্তি দেয়ার হুমকি দেয়। অতঃপর মূসা (আঃ) কিছু নিদর্শন দেখান।
০৩	নিদর্শন দেখে ফেরাউন মূসা (আঃ) জাদুকর সাব্যস্ত করে। তাকে হারানোর জন্য দেশের অভিজ্ঞ জাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কিন্তু মূসা (আঃ) এর নিদর্শন দেখে জাদুকররাই এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে।
০৪	মিশর থেকে ফেরাউন সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করা হয় এবং বনি ইস্রায়েলকে তাদের উত্তরাধিকারী করা হয়।
০৫	মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।
০৬	হযরত নূহ ও তার সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।
০৭	আদ জাতি ও নবী হুদ (আঃ) এর কথা বলা হয়েছে।
০৮	সামূদ জাতি ও নবী সালেহ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহর পাঠানো নিদর্শন উটনীকে মেরে তারা আফসোস করেছিল, কিন্তু শাস্তি ঠেকাতে পারেনি।
০৯	অবাধ্যতার কারণে লুত (আঃ) এর সম্প্রদায়কে বৃষ্টির মাধ্যমে শেষ করা হয়েছিল।
১০	হযরত শুআইব (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায় (আইকাবাসি) এর কথা বলা হয়েছে।

১১	কুরআন বিশ্বজগতের পালনকর্তার বাণী। এটা শয়তানদের কাছ থেকে আগত নয় বা তাদের কাছে এর একটা আয়াত সম্পর্কে ও কোনো ধারণা নেই। এটি কোন কবির কবিতা নয়। এটি একটি চিরন্তন বাণী যাতে রয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য কঠিন পরিণতির সংবাদ।

সূরা নামল

সূরা আন-নামলের বিষয়বস্তু পৃথিবী সৃষ্টি থেকে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দশনগুলো। আল্লাহ তার নবীদেরকে বিভিন্ন জাতির কাছে পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছে এবং হেদায়েত পেয়েছে, অন্যরা তাদের অস্বীকার করেছে এবং যারা তাদের অস্বীকার করেছে তারা তাদের পরিণতি দেখেছে। সূরাটি তাওহিদ ও শিরকের মূলনীতির মধ্যেও পার্থক্যকারী।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	কুরআন সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ পক্ষ থেকে আনীত বাণী। হযরত মূসা (আঃ) কিভাবে আল্লাহর বাণী পেয়েছিলেন তা এতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে অনেক নিদর্শন দিয়েছিলেন কিন্তু ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় তা অস্বীকার করেছিল।
০২	নবী দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) কে যে জ্ঞান ও ক্ষমতা দান করা হয়েছিল তা আল্লাহ প্রদত্ত এবং তাদের কি ধরনের চরিত্রিক গুণাবলি ছিল তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।
০৩	সাবার রাণী সুলায়মান (আঃ) এর কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং অতঃপর আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন।

০৪	নবী সালেহ (আঃ) এর দাওয়াত এবং সামূদ জাতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও যে জাতির মধ্যে হযরত লুত (আঃ) প্রেরিত হয়েছিল তাদের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

পারা নং ২০

আন-নামল ৫৬ — আল-আনকাবুত ৪৫

সূরা নামল

সূরা আন-নামলের বিষয়বস্তু পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দশনগুলো। সূরাটি তাওহিদ ও শিরকের মূলনীতির মধ্যেও পার্থক্যকারী। শেষ হয়েছে কিয়ামতের বিবরণ দিয়ে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৫	তাওহিদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়া হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তথাকথিত উপাস্যদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
০৬	অবিশ্বাসীরা কিয়ামত বিশ্বাস করে না, অথচ তা শীঘ্রই আসবে। তবে তার আগে মাটির ভেতর থেকে এক জন্তুর আগমন হবে যা মানুষের সাথে কথা বলবে। এই জন্তু হল কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন। যেমন হাদীসে এসেছে নবী (সাঃ) বলেছেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি নিদর্শন তোমরা না দেখবে। তার মধ্যে একটি হল উক্ত জন্তুর আবির্ভাব।' (মুসলিম)
০৭	কিয়ামতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। শিংগায় ফুঁ দেয়া হলে সকলেই অনুগত হয়ে রবের সামনে সমবেত হবে। সেদিন মন্দ ব্যক্তিদের মুখ নিচু করে আগুনে ফেলা হবে।

সূরা আল-কাসাস

এর মূল বিষয়বস্তু হল নবুওয়াত। হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনের কিছু দিক উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তাঁর এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আল্লাহ সকল নবীদের জান্নাতবাসী করুন। কিছু অবিশ্বাসীদের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্ন এবং সন্দেহের উত্তরও এখানে রয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরাউন বনি ইসরাঈলদের অত্যাচার করছিল, ছেলে সন্তানদের সে মেরে ফেলতো। মূসা (আঃ) এর জন্ম হলে আল্লাহ তার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠান যেন শিশুটিকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়। তারপর শিশু মূসাকে ফেরাউনের লোক উদ্ধার করে এবং স্ত্রীর অনুরোধে তারই নিজ প্রাসাদে স্থান দেয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় শিশু মূসা কারো বুকের দুধ খায় না, নিজ মায়ের ব্যতীত। এভাবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজ মায়ের সাহচর্যে থেকে, শত্রুর ঘরেই সে বেড়ে উঠে।
০২	সাবালক হলে আল্লাহ মূসা (আঃ) কে হিকমত দান করেন। একদিন শহরে গিয়ে ঘটনাক্রমে একটি বিরোধে তিনি জড়িয়ে গেলেন। আরেকজনের অনুরোধে সে একজন মিশরীয়কে ঘুষি মারায় সে মারা যায়। ফেরাউন বাহিনী এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মূসা (আঃ) কে মারতে উদ্যত হলে তিনি পালিয়ে চলে যান।
০৩	মাদইয়ানে গিয়ে মূসা (আঃ) দুজন মেয়েকে সাহায্য করেন। তাদের পিতা খুশি হয়ে তাকে আমন্ত্রণ করেন এবং এক মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মূসা (আঃ) বিয়ের প্রস্তাব কবুল করেন

	এবং তার অধীনে দশ বছর কাজের চুক্তি করেন। অনেকের মতে, তিনি ছিলেন নবী শুয়াইব (আঃ) অথবা তার কোন বংশধর।
০৪	মূসা (আঃ) মেয়াদ শেষে সপরিবারে যাত্রা করেন এবং তূর পাহাড়ের কাছে এলে আল্লাহর কাছ থেকে নবুওয়াত ও দুটি নিদর্শন লাভ করেন। মিশরে ফিরে ফেরাউনকে মূসা ও তার ভাই হারুন (আঃ) দাওয়াত দেন কিন্তু এতে ফেরাউন অস্বীকৃতি জানায়। তারপর ফেরআউন ও তার বাহিনীর জন্য আল্লাহ শাস্তি প্রেরণ করেন।
০৫	আল্লাহর অনুগ্রহে রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এ কাহিনীগুলো বর্ণনা করেছেন, নাহলে তিনি তো সেসময় উপস্থিত ছিলেন না।
০৬	আল্লাহর পথ প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। অনেকেই সেই সত্যকে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মানুষ কাউকে সৎপথে আনতে পারে না, সে যতই প্রিয় হোক। আল্লাহই পারেন সৎপথে আনতে।
০৭	কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীরা তাদের উপাস্যদের ডাকবে, কিন্তু কোন লাভ হবে না। আল্লাহ রাত ও দিনকে তৈরি করেছেন আমাদের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ। কারো শক্তি নেই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার।
০৮	মূসা (আঃ) এর সময়কার ধনকুবের কারুনের বর্ণাঢ্য জীবন ও তার করুন পরিণতির কথা বলা হয়েছে।
০৯	কেউ সৎকাজ করলে কাজের চেয়ে বেশি ফল পাবে, কিন্তু মন্দ করলে কাজের অনুপাতেই শাস্তি পাবে।

সূরা আল-আনকাবুত

বিশ্বাসীদের তাদের বিশ্বাসে দৃঢ় হতে এবং কষ্ট বা পারিবারিক চাপের কারণে তাদের বিশ্বাস ত্যাগ না করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ববর্তী নবী ও তাদের অনুসারীদের কাহিনীও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মুশরিকদের তুলনা করা হয়েছে মাকড়সার (আনকাবুত) সাথে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	শুধু মৌখিক ঈমান আনলেই কাউকে অব্যহতি দেয়া হবে না, জীবনে একের পর এক পরীক্ষার মুখোমুখি হতেই হবে। কিন্তু মুনাফিকরা কষ্ট আসলেই আল্লাহর শাস্তি মনে করে। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের নিজেদের দলে ভেড়াতে বলে, তাদের পাপ বহন করবে। কিন্তু এসবই মিথ্যা আশ্বাস।
০২	নূহ ও ইব্রাহিম নবীর উদাহরণ দেয়া হয়েছে।
০৩	ইব্রাহিম (আঃ) তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়েছিলেন, যারা পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষায় প্রতিমা পূজা করতো। লুত (আঃ) তার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু তার সম্প্রদায় বিশ্বাস করেনি, বরং তারা ছিল রাহাজানি ও সমকামিতায় লিপ্ত।
০৪	হযরত শুআইব (আঃ), আদ, সামুদ, কারুন এবং ফেরাউন সম্প্রদায়ের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। মুশরিকদের তুলনা দেয়া হয়েছে মাকড়সার সাথে, যারা জাল বুনে অথচ তা বড়ই দুর্বল।

পারা নং ২১

আল-আনকাবুত ৪৬ — আল আহযাব ৪০

সূরা আনকাবুত

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৫	অবিশ্বাসীরা কুরআন নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে অথচ রাসূল (সাঃ) পূর্বে কোনো কিতাব পড়েননি বা লেখেননি।
০৬	অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণী দেয়া হয়েছে, শীঘ্রই শাস্তি ঘনিয়ে আসবে। আল্লাহ শুকনো মাটিকে যেভাবে বৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণ দেন, ওভাবে মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে দিবেন।
০৭	পার্থিব জীবন কেবলই ছলনা, কিন্তু বেশিরভাগই আল্লাহকে ভুলে ভোগবিলাসে মত্ত থাকে। আল্লাহ তাদেরই দিকনির্দেশনা দেন যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে।

সূরা রুম

সূরা রুম আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে আছেন। যারা অদূরদর্শী তারা কেবল দৃশ্যমান জিনিসই দেখে কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে এই সমগ্র বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা ও কর্তা আছেন এবং তিনিই সবকিছু পরিচালনা করছেন। আখিরাহ সংঘটিত হবে এবং সত্যের জয় হবেই।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	রোমানদের পরাজয় এবং পরে তাদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে (যা পরে সত্য হয়েছেও)।
০২	সৃষ্টি ও পুনরুত্থান আল্লাহর। দিনের বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা উচিত।
০৩	প্রকৃতিতে আল্লাহর বৈচিত্র্যময় নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি মানুষের সঙ্গী তৈরি করেছেন, যাতে তারা শান্তি পায়। মানুষের সম্প্রীতি, দয়া, ভাষা ও বর্ণ সবই আল্লাহর সৃষ্টি।
০৪	আল্লাহই পারেন আমাদের জীবিকা বাড়াতে বা কমাতে। কেউ যাকাত দান করলে তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এটা আল্লাহর ওয়াদা।
০৫	ফ্যাসাদ মানুষের দ্বারাই সৃষ্টি হয় আর এজন্যই শাস্তি প্রেরণ করা হয়। প্রকৃতিতেই নানা নিদর্শন পুনরুত্থানের প্রমাণ আছে। কিন্তু অবিশ্বাসীরা বধির, তারা শুনবে না।
০৬	কিয়ামতের দিনও অবিশ্বাসীরা নানান অজুহাত দিবে। কিন্তু কিছুই কাজে আসবে না।

সূরা লুকমান

সূরা লুকমানে, তাওহিদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং শিরক এবং এর ধারণাগুলি সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এটা আমাদেরকে বলে যে যারা শিরকের অনুসরণ করছে তারা কেবল তাদের বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুসরণ করছে। জ্ঞানী লুকমানের উপদেশও এখানে একই নীতির সমর্থনে দেওয়া হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	কুরআন সকল মানুষের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। আল্লাহই আকাশ, পৃথিবী ও সবকিছুর স্রষ্টা।
০২	জ্ঞানী ব্যক্তি লোকমানের উপদেশ বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহর সাথে শরিক না করা, কৃতজ্ঞ হওয়া, সালাত পড়া, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়া, ধৈর্য ধরে, অহংকার না করা ইত্যাদি।
০৩	শিরকের কোনো ভিত্তি নেই। আসমান ও জমিনেই তাওহীদের নিদর্শন রয়েছে। কয়েক সমুদ্র কালি দিয়েও আল্লাহর গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না।
০৪	বিপদের সময় মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। দুনিয়া যেন আমাদের প্রতারিত না করে। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী, তিনিই একমাত্র আমাদের ভবিষ্যত, মৃত্যু ও কিয়ামত সম্পর্কে জানেন।

সূরা সাজদাহ

সূরা আস-সাজদাতে তাওহিদ, রিসালাহ এবং আখিরাহর নীতির বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের কিছু সন্দেহ ও যুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি মানুষকে তাদের নিজেদের এবং তাদের চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করতে আমন্ত্রণ জানায়। প্রতিটি জিনিস ইঙ্গিত করে যে, এই মহাবিশ্বের জন্য একজন জ্ঞানী এবং শক্তিশালী স্রষ্টা আছেন। এই সব তিনি নিরর্থকভাবে সৃষ্টি করেননি।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	কুরআন বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। তিনিই এ পুরো মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, আর তার বংশধরদের বীর্য থেকে।
০২	বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসীরা শয্যা ছেড়ে আল্লাহকে ডাকে- আশায় ও আশঙ্কায়। প্রতিপালকের নিদর্শন দেখলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। [সিজদা]
০৩	হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য জাতির নিদর্শন থেকে শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে।

সূরা আহযাব

সূরা আল-আহজাব বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এতে শিশু-দত্তক নেওয়ার প্রথা, কিছু বিয়ের প্রথা, আহজাব ও বনি কুরাইদার যুদ্ধ, মুসলিম মহিলাদের হিজাব সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এটি সমাজে ভন্ডদের এবং তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কেও কথা বলে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	জিহার (স্ত্রীকে মা বলা) এবং পালকপুত্র সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) মুমিনদের কাছে তাদের নিজের থেকেও প্রিয়।

০২	খন্দক/আহযাবের যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্য করেছিলেন। মুনাফিকদের মিথ্যা অজুহাত নিয়ে বলা হয়েছে।
০৩	বিশ্বাসীরা শত্রুকে দেখলেও তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। তারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূরণ করেছে। আহযাবের যুদ্ধে যেসব চুক্তিবদ্ধ কিতাবীরা (ইহুদি বনী কুরাইজা) বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদের বন্দী বা হত্যা করা হয়েছিল। আর মুসলিমদের তাদের সম্পত্তি ও আরো উত্তম পুরস্কার (মুসলিমদের জয়কৃত দেশসমূহ) এর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

পারা নং ২২

সূরা আল-আহযাব ৩১ — সূরা ইয়াসিন ২৭

সূরা আহযাব

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৪	আহযাব ও বনু কুরাইজার যুদ্ধের পর উম্মুল মুমিনীনদের মনে হয়েছিল যে, এসব যুদ্ধ জয়ের ফলে যেহেতু মুসলিমদের আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ হচ্ছে, তাই তাঁদের অবস্থারও কিছুটা উন্নতি হতে পারে। এজন্য তাঁরা রসূলুল্লহ (সাঃ) এর কাছে নিবেদন করলেন যে, তাদের ভাতা ও ভরণপোষণ কিছুটা বৃদ্ধি করা হোক। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ রসূলুল্লহ (সাঃ)- এর পবিত্রতমা স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে কতকগুলো নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে বলেন, তাঁরা যদি পার্থিব সমৃদ্ধি চায় তাহলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে পৃথক হয়ে যাক। আর যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল (সাঃ)

এবং পরকালীন জীবনের সাফল্য কামনা করে তাহলে যেন এ অভাব-অনটনের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করেন। ফলে উম্মুল মুমিনীনগণ সকলেই পরকালকে প্রাধান্য দেন। আল্লাহ তাঁদেরকে কতগুলো নির্দেশ দেন; পর-পুরুষের সাথে কথা বলার সময় তাঁরা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে কোমল কণ্ঠে কথা না বলে, তাঁদেরকে নিজ গৃহে অবস্থান করতে বলেন এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো নিজেদের সাজসজ্জা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেন (পর-পুরুষের সামনে), নামাজ কায়েম, যাকাত প্রদান এবং আল্লাহ ও রসূল (সাঃ)- এর আনুগত্য করতে বলেন। এ সকল হুকুম শুধু উম্মুল মুমিনীনদের জন্য নয়, বরং সকল মুসলিম নারীদের জন্য প্রযোজ্য।

০৫ এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের কতগুলো গুণাগুণ (সার্বক্ষণিক আনুগত্য, মুমিন, ইবাদতগোজার, সত্যবাদিতা, ধৈর্য্য ধারণ, বিনয়, সাদাকাহ প্রদান, রোযাদার, নিজ সম্ভ্রমের হেফাজতকারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরে রত থাকা) উল্লেখ করে তাদের প্রতিদানের কথা বলেন।

[এই পারাতে রসূলুল্লহ (সাঃ) এর সাথে তাঁর ফুফাতো বোন হযরত যয়নব বিনতে (জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর বিয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত জাতভেদ দূর করতে প্রথমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পালকপুত্র হযরত যায়েদ ইবনু হারিসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে তার বিয়ে দেন। কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হওয়ায় তালাক হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন। মূলত, মুসলিমদের জন্য পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করতে কোনো বাধা নেই-

এটা প্রমাণ করতেই আল্লাহ এ আদেশ দেন।]

পূর্বে পালকপুত্রকে নিজ পুত্রের মতো পরিচিতি দেওয়াতে নিষেধ করা হয়। শৈশবেই রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সকল পুত্রসন্তান মৃত্যুবরণ করেন। তাই বলা হয়েছে, তিনি কোনো পুরুষের পিতা নন। তিনি হচ্ছেন, আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। এখানে খতমে নবুওয়্যাত সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

০৬ মুমিনদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়া, রহমত ও পুরস্কার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। যেদিন মুমিনদের আল্লাহর সাথে দেখা হবে, তাদেরকে সালাম দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)- কে প্রেরণ করেছেন মানুষকে সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সতর্ককারীরুপে। এজন্য তাঁকে আলো বিস্তারকারী প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ পথে কাফের ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে আসা বাধা ও কষ্ট অগ্রাহ্য করতে বলা হয়েছে, যা আমাদের জন্য শিক্ষাস্বরুপ।

বিয়ের পরে স্বামীর সাথে নিবিড় সাক্ষাত না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইদ্দত ও অন্যান্য বিধান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না, বরং বিচ্ছেদের পরই স্ত্রী বিয়ে করতে পারবে। সাধারণত, স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক থাকলে তাদের মধ্যে সহবাস না হলেও ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে যায়, যার সময়সীমা হচ্ছে ৩ হায়েজ। তালাকের পর স্ত্রীকে কিছু উপহার সামগ্রী (এক জোড়া কাপড়) দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিদায় জানানোর কথা বলা হয়েছে।

এরপর রসূলুল্লহ (সাঃ)- এর বিবাহ সম্পর্কিত বিধানসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যা অন্যান্য মুমিনদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

০৭ এই পারাতে কিছু সামাজিক শিষ্টাচার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে;

- ❖ কারো ঘরে প্রবেশ করার আগে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা।
- ❖ দাওয়াতের ক্ষেত্রে খাবার প্রস্তুত হবার অপেক্ষায় আগে গিয়ে বসে না থাকা এবং খাওয়া হয়ে গেলে অনর্থক কথাবার্তা বাড়িয়ে গৃহবাসীর সময় নষ্ট না করা। কেননা সেটা অনেকক্ষেত্রে গৃহবাসীর জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে।
- ❖ পর-নারীর কাছে কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে।

নারীর মাহরাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যাদের সামনে পর্দাহীনভাবে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। মুমিনদেরকে রসূলুল্লহ (সাঃ)- এর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

০৮ মুসলিম নারীদের উপর পর্দার বিধান সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে ঘরের বাইরে গেলে, তারা যেন নিজেদের চাদর বা ওড়না মুখের উপর এমনভাবে টেনে নেয় যাতে তাদের চেহারাসহ পুরো শরীর ঢেকে যায়। ফলে তাদেরকে দেখে বুঝা যাবে যে, তারা চরিত্রবতী নারী এবং তাদেরকে রাস্তাঘাটে মুনাফিকরা উত্যক্ত করার সাহস পাবে না। মুনাফিকদেরকে সর্তকবাণী দেওয়া হয়েছে।

কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে এবং হয়তো আমাদের হাতের নাগালেই চলে এসেছে। কাফেরদের শাস্তি ও তাদের আফসোস সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাদের জন্য আল্লাহ জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন।

০৯ আল্লাহ মানুষকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলার জিম্মাদারী দিয়েছেন, যা মানুষের জন্য আমানতস্বরুপ। প্রথমে আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত এ আমানত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, কেননা এগুলোর সেই যোগ্যতা নেই।

মুনাফেক ও মুশরিক নারী-পুরুষদের শাস্তি এবং মুমিন নারী-পুরুষদের প্রতি আল্লাহর রহমত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা সাবা

সূরা সাবা তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের দ্বারা উত্থাপিত কিছু আপত্তি ও সংশয়ের উত্তর দেয়। এই সূরায় হযরত দাউদ (আঃ), সুলাইমান (আঃ) ও সাবাবাসীর আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে দেওয়া নিয়ামত উল্লেখপূর্বক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সামনে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদের পরিণতি তুলে ধরেছেন। হযরত দাউদ (আঃ) ও সুলাইমান (আঃ) ছিলেন কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে আল্লাহ থেকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভ করার পরেও ইয়েমেনের সাবা অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল অকৃতজ্ঞ এবং অবাধ্যতায় লিপ্ত।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	সূরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা এবং স্তুতি বর্ণনার মাধ্যমে। মক্কার কাফির ও মুশরিকগণ কিয়ামত এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো। তারা পুনরুত্থান প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে বলতো, হয়তো তিনি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করছেন অথবা বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাদের এসকল আপত্তিকর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছেন, কিয়ামত অবশ্যই আসবে এজন্য যে, আখিরাতের জীবনে আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগতদের পুরস্কার এবং অবাধ্যদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। আসমান ও জমীনের সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য নিদর্শন।

০২ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)- কে সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা লোহাকে বাকাতে পারতেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে লোহার বর্ম পরিধান করা হতো, সেটা তৈরি করার যোগ্যতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বর্মের কড়াসমূহের ভেতর সামঞ্জস্য রক্ষা করতে বললেন। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে, প্রতিটি কাজে যথাযথ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখা এবং তাতে ভারসাম্য বজায় রাখা।

আল্লাহ সুলাইমান (আঃ) কেও অনেক নিয়ামত দান করেছিলেন। বায়ুকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তিনি বাতাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই দূর-দূরান্তের সফর সেরে ফেলতে পারতেন। তিনি সহজেই তামা দিয়ে যা চাইতেন বানাতে পারতেন। জ্বীনদেরকে আল্লাহ তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন।

তাঁদেরকে এত নিয়ামত দেওয়ার পরেও তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনি, বরং তাঁরা ছিল আল্লাহর আনুগত্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দা। অন্যদিকে, সাবা অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ অসংখ্য নিয়ামত দেওয়ার পরেও তারা এর প্রতি শোকরগুজারী ছিল না। তাদের অকৃতজ্ঞতাস্বরুপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এসকল নিয়ামত নিঃশেষ করে দেন এবং তারা আযাবে পতিত হয়।

০৩ এই সূরাতে মুরশিকদের বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদার বিপক্ষে সদুত্তর প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের হাতে গড়া প্রতিমাকে প্রভু হিসেবে মানত এবং ভাবতো তাদের সকল প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা এসকল প্রতিমার রয়েছে। আবার

	অনেকের ধারণা ছিল, এদের মাধ্যমে তারা আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হবে। তাদের এসকল বিশ্বাস যে ভুল সে সম্পর্কে আল্লাহ এ সূরায় বলেছেন। এখানে বলা হয়েছে, কিয়ামত নির্ধারিত এবং এর সময়কালও নির্দিষ্ট, যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রয়েছে।
০৪	কাফেরগণ কুরআন এবং পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করতো। বিচারদিবসের দিন জালেমরা একে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকবে। ক্ষমতাধর নেতা এবং তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করতো, তারা সবাই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে এবং অনুতপ্ত হবে। কিন্তু এর পরেও প্রকাশ্যেই তারা একে অন্যকে দোষারোপ করবে। কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। আল্লাহ সকল জনপদেই তাঁর বার্তাবাহক হিসেবে নবী প্রেরণ করেছেন। কিন্তু সেখানকার বিত্তশালী মুশরিকগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা ভাবতো, আল্লাহ যেহেতু দুনিয়াতে তাদেরকে অনেক ধন-সম্পদ দান করেছেন তাই তারা আল্লাহর প্রিয় এবং এজন্য তাদের দুনিয়াতেও শাস্তি হবে না, আখিরাতেও কোনো শাস্তি হবে না। কিন্তু তাঁর প্রিয় হবার মাপকাঠি নয়।
০৫	ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে না। আল্লাহ যাকে চান রিজিক বৃদ্ধি করেন দেন এবং যাকে ইচ্ছা অভাব ও সংকীর্ণতায় ফেলে দেন। মুশরিকরা মূলত শয়তানের প্ররোচনায় লিপ্ত ছিল। তাই তারা হচ্ছে শয়তানের পূজারী। তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি নির্ধারিত।
০৬	সূরার শেষের দিকে আল্লাহ রসূল (সাঃ)-কে মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে কতগুলো নির্দেশ দিয়েছেন। আরবের মুশরিকগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে উন্মাদ বলতো। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মুশরিকদেরকে তিনি যেন

একাকী অথবা দলবদ্ধ হয়ে গভীরভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে বলেন। তারা গভীর মনোযোগের সহীত বিষয়টি নিয়ে ভাবলেই বুঝবে যে, রসূল (সাঃ) উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত নয় বরং তিনিতো তাদেরকে শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছে। আখিরাতে সত্য উপলব্ধি করার পর অবিশ্বাসীগণ ভীত-বিহ্বল গয়ে পড়বে এবং ঈমান আনবে, কিন্তু সেটা তখন আর গ্রহণযোগ্য হবে না।

সূরা ফাতির

এ সূরায় মুশরিকদেরকে তাওহীদ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং সত্য দ্বীনের উপর অবিচল থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সূরাটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সৃষ্টিগত অসংখ্য নির্দশন উল্লেখ করা হয়েছে এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন লাভের সাপেক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	সূরাটির শুরুতে সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহর কথা বলা হয়েছে যিনি আকাশমন্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। এরপর আল্লাহর বার্তাবাহক ফেরেশতাদের আলোচনা এসেছে। আল্লাহর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা বিশেষ গুণ দান করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর নেয়ামত ও রহমত দান করেন। আমরা যেন শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনকে সবকিছুর ওপরে প্রাধান্য না দেই। সূরাটিতে শয়তান সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু এবং সে মানুষকে প্ররোচিত করে জাহান্নামের দিকে। কাফেরদের শাস্তি এবং ঈমানদারদের পুরস্কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

০২ সূরাটিতে রসূল (সাঃ)- কে কাফিরদের জন্য আফসোস করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তাঁর দায়িত্ব শুধুমাত্র মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া, আর হেদায়েত দান করার মালিকতো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। কেউ নিজে বিপথগামীতাকে বেছে নিলে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন।

সূরাটিতে আল্লাহর অসংখ্য কুদরতের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ বৃষ্টি দ্বারা নির্জীব ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন, যা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের প্রমাণ বহন করে।

সমস্ত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। সৎকর্মের দ্বারা মানুষ আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। যারা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি নির্ধারিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের ভাগ্যের সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তা লিপিবদ্ধ রয়েছে এক সুনির্ধারিত কিতাবে 'লাওহে মাহফুজে'।

আল্লাহ মানুষকে যে অসামান্য রিজিক ও নিয়ামত দান করেছেন সেটা তাঁর অনুগ্রহ। এজন্য তাদের আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা উচিত। মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যেসকল দেব-দেবীদের শিরকে লিপ্ত থাকতো, কিয়ামতের দিন এসব নিজেরাই মুশরিকদের অস্বীকার করবে।

০৩ এই সূরাতে বলা হয়েছে দৃষ্টিসম্পন্ন ও দৃষ্টিহীন, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ, জীবিত ও মৃত কোনোটাই সমান হতে পারে না। সেভাবে মুমিন ও কাফের সমান হতে পারে না।

০৪ এরপর আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের আলোচনা এসেছে। এসবের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

০৫ সূরাটির শেষের দিকে বলা হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে তওবা করার জন্য সময় দেন, সাথে সাথেই শাস্তি দেন না।

সূরা ইয়াসিন

এই সূরায় ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, বিশেষভাবে মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন লাভ এবং আখিরাতে বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	সূরাটির শুরুতে রসূল (সাঃ)- এর রিসালাতের সত্যতার উপর আল্লাহ কুরআনের শপথ করেছেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রসূলুল্লহ (সাঃ)- কে মক্কার কুরাইশ কাফিরদের নিকট সতর্কবাণী পৌছে দিতে বলেন, যারা ছিল উদাসীনতায় লিপ্ত। কেননা তাঁর আগমানের পূর্বে বহুকাল কোনো নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। কিন্তু সত্য সুস্পষ্ট হবার পরেও তারা নিজেদেরকে এর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এবং ঈমান আনেনি। তারা যে ঈমান আনবে না এটা তাকদীরেও লিখা ছিল। ফলে তাকদীরের কথাও পূর্ণ হয়ে গেছে।
০২	এরপর সেসকল জনপদবাসীর আলোচনা এসেছে যারা তিনজন নবীকে মিথ্যা সাব্যাস্ত করেছিল। সেখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন ব্যক্তি তাদেরকে সত্য বুঝানোর চেষ্টা করলো এবং রসূলদের অনুসরণ করতে বললো যার পরবর্তী আলোচনা ২৩ নং পারায় এসেছে।

পারা নং ২৩

সূরা ইয়াসিন ২৮ — যুমার ৩১

সূরা ইয়াসীন

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০২	এখানে তিন নবীর কাহিনী* বলা হয়েছে, যাদের কথা তাদের সম্প্রদায় মানতে চায়নি, বরং পাথর মেরে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তখন সেই শহরে তাদের এক সমর্থক (অনেক মুফাসসিরগণ তাঁর নাম হাবীব নাজ্জার বলেছেন। আল্লাহই অধিক জানেন) এসে তাদের পক্ষ নেয় এবং ফলে অবিশ্বাসীরা তাকে মেরে ফেলে। শাস্তিস্বরূপ এক মহাগর্জন তাদের আঘাত হানে এবং সবাই শেষ হয়ে যায়। [*কোন কোন মুফাসসিরের ধারণা যে, তাঁরা ঈসা (আঃ)-এর দূত ছিলেন, যাঁদেরকে তিনি আল্লাহর আদেশে আন্ত্বাকিয়া নামক গ্রামে দাওয়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাদের কিছু মানুষ ঈমান আনায় মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, অথবা অনাবৃষ্টি চলছিল, যার কারণ তারা ঐ রসূলদের অশুভ আগমন ভেবে বসেছিল।] আল্লাহর সৃষ্ট বিভিন্ন নিদর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ সব প্রাণীকেই জোড়ায় জোড়ায় তৈরি করেছেন, তার কিছু মানুষ জানে কিন্তু বাকিটা জানেনা।

০৩	মৃত্যু এবং বিচার দিবস সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এক মহাগর্জনের পর সকলকে আল্লাহর সামনে সমবেত করা হবে। সেদিন মানুষের মুখ মোহর করে দেয়া হবে, তার হাত ও পা সাক্ষ্য দিবে।
০৪	আল্লাহ তো বৃদ্ধকালে মানুষকে আকৃতি প্রকৃতিতে উল্টিয়ে দেন। তার পক্ষে পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা কঠিন না। এই কুরআন হলো জীবিতদের জন্য সতর্কবাণী এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

আস-সাফ্‌ফাত

আল্লাহর একত্বের কথা এবং বিভিন্ন নবীর শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তারা সবাই একই বাণী প্রচার করেছিল। এটি অবিশ্বাসীদের সতর্ক করে দেয় যে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র কাজ করবে না। সত্যের জয় হবেই।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	আল্লাহ ফেরেশতাদের শপথ করে তার সৃষ্টি আকাশের কথা বলেছেন। শয়তান আকাশে উঠে কোনো সংবাদ নিতে চেষ্টা করলেই তাকে উল্কা ছোড়া হয়।
০২	কিয়ামতের দিন দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করা হবে। সীমালঙ্ঘনকারীরা তাদের দায় মেনে নিবে। জাহান্নামে তাদেরকে জাক্কুম ফল ও ফুটন্ত পানি খেতে দেয়া হবে।
০৩	আল্লাহ নূহ (আঃ) কে তার শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইব্রাহিম (আঃ) সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। এ কারণে তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি

	তাঁর নিজ ছেলেকেও আল্লাহর জন্য কুরবানী দিতে রাজি হয়েছিলেন, যদিও করতে হয়নি। আল্লাহ তাঁকে বিশ্বাসীদের মধ্যে স্মরণীয় করে রেখেছেন।
০৪	আল্লাহ নবী মূসা, হারুন, ইলিয়াস এবং লূত আলাইহিমুস সালামকেও উদ্ধার করেছিলেন এবং তাদের পুরষ্কৃত করেছিলেন।
০৫	নবী ইউনূস (আঃ) নৌকায় করে তার সম্প্রদায় ছেড়ে চলে যাওয়ার পথে তিমি মাছের পেটে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। তার সম্প্রদায় পরে ঈমান এনেছিল। ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা নয়; তারা আল্লাহর বান্দামাত্র। অবশ্যই আল্লাহর রসূলগণ সফলকাম হবেন আর অবিশ্বাসীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

সূরা সাদ

এ সূরা সকল নবী-রাসূলদের মৌলিক বাণী সম্পর্কে কথা বলে। তারা তাওহীদ প্রচার করতে এসেছে। মহানবী আল্লাহর বাণী পেশ করার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অনেক কষ্ট করেছেন। কিন্তু অবশেষে সত্যের জয় হয়েছিল এবং মিথ্যা পরাজিত হয়েছিল। ক্ষমতা থাকলে কিছু মানুষ অহংকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু আল্লাহ দাউদ ও সোলায়মানের উদাহরণ দিয়েছেন যারা শক্তিশালী রাজার পাশাপাশি নবিও ছিলেন।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	অবিশ্বাসীদের জন্য সবসময় তাদেরই সম্প্রদায় থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যুক বলেছে।

০২	আল্লাহর বান্দা দাউদ (আঃ) এর একটি ঘটনা বলা হয়েছে। তাকে একটি বিচার কার্য অর্পণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তিনি প্রথমে ভুল* করলেও পড়ে আল্লাহর দিকে ফিরে গিয়েছিলেন। *[সিজদা]* [*এখানে দাউদ (আঃ)-এর ভুল হয়তো এই ছিল যে, তিনি বাদীর কথা শুনেই ফায়সালা করেছিলেন এবং বিবাদীর কথা শোনার প্রয়োজন মনে করেননি।]
০৩	সুলায়মান (আঃ) কেও পরীক্ষা করা হয়েছিল। তিনিও ভুলের* জন্য তওবা করেছিলেন এবং আল্লাহতায়ালা তাকে ক্ষমা করেছিলেন। [*সম্পদে বেশি মত্ত হয়ে যাওয়া এবং তাঁর এক অভিপ্রায়ে ইন শা আল্লাহ বলতে ভুলে যাওয়া।]
০৪	আল্লাহর নবী আইয়ূবকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি তার ধৈর্যের জন্য পুরস্কৃত হন। আল্লাহর আরো উত্তম বান্দাদের স্মরণ করা হয়েছে– ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাঈল, আল-ইয়াসায়া এবং যুলকিফল।
০৫	আল্লাহ যখন মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন ইবলিস অহংকারের কারণে তার শত্রু হয়ে গেল। সে মানুষকে বিভ্রান্ত করার শপথ করেছিল। আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসবে তার উপর এবং যারা তাকে অনুসরণ করে তাদের উপরও।

আয-যুমার

এখানে সত্য ধর্মের কথা বলা হয়েছে- তা হল আন্তরিকভাবে আল্লাহর দাসত্ব করা এবং শিরক পরিহার করা। মুমিনদের বলা হয়েছে হতাশ না হতে এবং মনোবল হারাতে। যদি তাদের পক্ষে এক জায়গায় তাদের ধর্ম পালন করা কঠিন হয় তবে তারা সেই জমি থেকে হিজরত করতে পারে। অবিশ্বাসীদের বলা হয়, তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, কিন্তু তারা বিশ্বাসীদেরকে ঈমানের পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে না।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	বিশুদ্ধ ও আন্তরিক ধর্ম আল্লাহরই। তাওহিদের মূলনীতি ও উপকারিতা এবং শিরকের কুফল ও তার পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।
০২	যারা তাদের বিশ্বাসে অবিচল তাদের জন্য কল্যাণ ও পুরস্কার রয়েছে।
০৩	কুরআনে নিখুঁত নির্দেশনা রয়েছে, একই কথা বার বার এসেছে যা পরে বিশ্বাসীরা শিহরিত হয়। এতে কোনো জটিলতা নেই, যাতে মানুষ তা পড়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে।

পারা নং ২৪

সূরা যুমার ৩২ — সূরা ফুসসিলাত ৪৬

সূরা যুমার

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৪	আল্লাহ কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে বা অনুগ্রহ করতে চাইলে বাধা দেয়ার কেউই নেই। এজন্য আল্লাহর উপরেই আমাদের নির্ভর করা উচিত।
০৫	আল্লাহ মানুষের চেতনা হরণ করেন যখন সে ঘুমিয়ে যায়। তারপর আবার নির্দিষ্টকালের জন্য ফিরিয়ে দেন, যাদের মৃত্যু অবধারিত তাদের ছাড়া। এটা নিশ্চয়ই এক নিদর্শন।
০৬	আল্লাহ তাঁর দাসদের বলেছেন তাঁর অনুগ্রহ সম্পর্কে নিরাশ না হতে, তিনি তো ক্ষমাশীল। শাস্তি আসার আগেই আত্মসমর্পণ না করলে পরে আফসোস করা ছাড়া উপায় থাকবে না।
০৭	কিয়ামতের দিন প্রথম শিংগায় ফুঁ দেয়া হলে সবাই মূর্ছা যাবে, কজন বাদে। দ্বিতীয় ফুঁ দেয়া হলে সবাই আবার দাড়িয়ে যাবে। পৃথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে এবং বিচার কার্য শুরু হয়ে যাবে।
০৮	এরপর অবিশ্বাসীদের দলে দলে জাহান্নামে তাড়িয়ে নেয়া হবে, জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের ভর্ৎসনা করবে। আর বিশ্বাসীদের দলে দলে জান্নাতে নেয়া হলে জান্নাতের রক্ষীরা সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা করবে।

সূরা মু'মিন

এ সূরায় আল্লাহর কর্তৃত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ফেরাউন সম্প্রদায়ের এক বিশ্বাসীর জবানে কিছু সত্য বাণী তুলে ধরা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ, যিনি পাপ ক্ষমাকারী আবার কঠোর শাস্তিদাতাও। যেসব ফেরেশতা আল্লাহর আরশ ঘিরে আছে তারা তার মহিমা বর্ণনা করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য দুআ করে।
০২	আল্লাহ মানুষকে দুবার মৃত্যু ও দুবার জীবন* দান করেন। কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীরা আল্লাহর কর্তৃত্ব স্বীকার করবে এবং পরিত্রাণ চাইবে। [*অধিকাংশ মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম মৃত্যু হল, অস্তিত্বের পূর্বে তার অস্তিত্বহীনতাকে মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল ঐ মৃত্যু, যা মানুষ তার জীবন অতিবাহিত করার পর বরণ করে। আর দু'টি জীবন বলতে, একটি হল এই পার্থিব জীবন, আর দ্বিতীয় জীবন কিয়ামতের দিন কবর থেকে ওঠার পর লাভ করবে।]
০৩	মূসা (আঃ) ও ফেরাঊনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মূসা (আঃ) যখন জনসম্মুখে সত্য উপস্থাপন করেছিলেন তখন ফেরাউন রাগে তাকে হত্যা করতে চায় এবং বনী ইসরাইলের সবার ছেলেদের হত্যা করতে বলে।
০৪	ফেরাউন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি যে বিশ্বাসী ছিল, সে তার লোকদের সঠিক বোঝানোর চেষ্টা করে। পূর্বের নবীর জাতিদের উদাহরণ দিয়ে মানুষদের সতর্ক করে। কিন্তু ফেরাউন ও তার দল অহংকার করে। ফেরাউন হামানকে নির্দেশ দেয় উঁচু প্রাসাদ বানাতে, যেন সে মূসার উপাস্যকে দেখতে পায়।

০৫	সেই বিশ্বাসী ব্যক্তি তাদের বারবার কিয়ামত সম্পর্কে সাবধান করে, কিন্তু তারা উল্টো ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। অবশেষে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে শাস্তি ঘিরে ধরে। জাহান্নামেও তাদের অধিক শাস্তি দেয়া হবে।
০৬	যারা দলিল ব্যতীত আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে তর্ক করে, তাদের অন্তরে আছে কেবলই অহংকার।
০৭	আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি এবং জীবনের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি কিছু তৈরি করতে চাইলে শুধু বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।
০৮	যারা আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করে তাদের শীঘ্রই গলায় বেড়ি ও শিকল পরিয়ে ফুটন্ত পানিতে ফেলা হবে আর তারপর আগুনে পোড়ানো হবে। তারা পৃথিবীতে অযথা ফুর্তি ও দেমাক করতো।
০৯	পূর্বে বহু জনপদকে ধ্বংস করা হয়েছে, যারা সংখ্যায় ও শক্তিতে আমাদের থেকে বেশি ছিল। শাস্তি আসার পর তারা ঈমান আনে, কিন্তু তখন আর তারা রক্ষা পায়না।

সূরা ফুসসিলাত/ হা মিম সিজদা

এই সূরায় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	এই কুরআন তাদের জন্যই যারা এটা বোঝে, আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়, সুসংবাদ দেয় ও সতর্ক করে। কিন্তু অনেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাই শুনতে পারেনা।

০২	আল্লাহ দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তারপর চারদিনে সেখানে মাত্রা অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, সবার জন্য সমানভাবে। এরপর আকাশকে দুদিনে সৃষ্টি করেছেন আর নিচের আকাশ প্রদীপ দিয়ে সাজিয়েছেন।
০৩	অবিশ্বাসীরা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে তখন তাদের চোখ, কান ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।
০৪	অবিশ্বাসীরা কুরআন শুনতে চায় না, আবৃত্তির সময় গোলমাল সৃষ্টি করে। জাহান্নামই তাদের কর্মের প্রতিফল। সেখানে গিয়ে তারা তাদের বিভ্রান্তকারী মানুষ ও জ্বীনদের খুঁজবে প্রতিশোধ নিতে।
০৫	সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে, সৎকাজ করে ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। চাঁদ, সূর্য, দিন, রাত ইত্যাদি হলো আল্লাহর নিদর্শন। এগুলোকে নয় বরং এগুলোর স্রষ্টার সামনে সিজদা করা উচিত। *[সিজদা]*

পারা নং ২৫

সূরা ফুসসিলাত ৪৭ — সূরা আল জাসিয়া ৩৭

সূরা ফুসসিলাত/ হা মিম সিজদা

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০৬	মানুষ আল্লাহর কাছে ধনসম্পদ চাইতে ক্লান্তিবোধ করে না, কিন্তু সামান্য দুঃখ আসলেই সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে। এরপর আল্লাহর অনুগ্রহ আসলে ভাবে এটা তার প্রাপ্য। সেইসাথে কিয়ামত অস্বীকার করে বা ভাবে কিয়ামত হলেও তার জন্য মঙ্গলই বরাদ্দ থাকবে।

সূরা শুরা

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	আল্লাহ শেষ রাসূলের উপর আরবী ভাষায় প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন যেনো তিনি তার লোকদের সতর্ক করতে পারেন। পূর্বেও তো এভাবে প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছিল মানুষদের কাছে।
০২	পূর্বের নবীদের এই বলে প্রত্যাদেশ দেয়া হয়েছিল যে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মতভেদ না করে। কিন্তু তাদের সম্প্রদায় পরস্পর বিদ্বেষ বশত মতভেদ ঘটায়।
০৩	ইহকাল বা পরকাল, মানুষ যেটা চাইবে তাকে সেটাই দেয়া হবে। আল্লাহ রাসূলকে বলতে বলেছেন তার লোকদের কাছে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য* ছাড়া কোনো বিনিময় না চাইতে। [*এর অর্থ, তারা বন্ধু ও সহায়ক হতে না পারলেও আত্মীয়তার খাতিরে যেন অন্তত কষ্ট না দেয় এবং পথে বাধা না হয়।]
০৪	আল্লাহ তাদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও তাঁর উপর নির্ভর করে, অশ্লীলতা এড়িয়ে চলে, রাগ করেও ক্ষমা করে, আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়, সালাত পড়ে, পরামর্শ করে কাজ করে, সাদাকা করে, অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ নেয়।
০৫	দেহধারী কোন মানুষ আল্লাহর সাথে দূত ও অন্তরাল ব্যতীত প্রত্যাদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেছেন।

সূরা যুখরুফ

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	এখানে কুরআন কারীমের সেই মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, যা আল্লাহর কাছে উম্মুল কিতাবে* রয়েছে। [* উম্মুল কিতাব বলতে 'লাওহে মাহফূয'কে বুঝানো হয়েছে।]
০২	মুশরিকদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা উল্লেখ হয়েছে যে, তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করেছে যা তাদের নিজেদেরও পছন্দ নয়। তারা ফেরেশতাদের নারী গণ্য করে। তারা কেবল অন্ধের মত পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে।
০৩	আল্লাহ মানুষের ধনে-মালে, পদমর্যাদায় এবং বুদ্ধি-জ্ঞানে আমি মানুষের মাঝে পার্থক্য রেখেছেন যাতে বেশী অধিকারী ব্যক্তি স্বল্প অধিকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কাজ নিতে পারে। দুনিয়ার ধন-মাল আল্লাহর দৃষ্টিতে এত তুচ্ছ যে, যদি দুনিয়া পূজারী হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে আল্লাহর সকল মানুষকে প্রচুর ধন-দৌলত দিতেন।
০৪	শয়তান আল্লাহর যিকর থেকে উদাসীন ব্যক্তির সাথী হয়ে যায়। সে সব সময় তার সাথে থেকে তাকে সমস্ত নেকীর কাজে বাধা দেয়।
০৫	মূসা (আঃ) যখন ফিরআউন ও তার সভাসদদেরকে দাওয়াত দিলেন, তখন তারা তাঁর রসূল হওয়ার দলীল চাইলো। তিনি তখন সেই সব দলীল ও মু'জিযাগুলি পেশ করলেন, যা আল্লাহ তাঁকে দিয়ে ছিলেন। সেগুলো দেখেও তারা উপহাস ও বিদ্রুপ করল।

০৬	ঈসা (আঃ) হলেন কিয়ামতের অগ্রদূত। তিনি বনী ইসরাঈলের কাছে আল্লাহর বাণী প্রচার করলে তারা মতভেদ* করে। [*ইয়াহুদীরা ঈসা (আঃ) কে জারজ সন্তান গণ্য করে। আর খ্রিষ্টানরা বাড়াবাড়ি করে তাঁকে উপাস্য বানিয়ে নেয়।]
০৭	অবিশ্বাসীরা জাহান্নামে চিৎকার করে মালেক তথা দোযখের অধিকর্তাকে বলবে যেন সে তাঁর প্রতিপালককে বলে তাদের নিঃশেষ করে দিতে। কিন্তু সেখানে তাদের চিরকাল অবস্থান করতে হবে।

সূরা দুখান

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	১. আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এক বরকতময় রাতে।* এরপর মূসা (আঃ) এর কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। [*কদরের রাতকে বরকতময় রাত গণ্য করা হয়েছে। কারণ এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়াও এ রাতে বহু ফিরিশতা সহ জিবরীল আমীনও অবতরণ করেন, সারা বছরে সংঘটিত হবে এমন ঘটনাবলীর ফায়সালা করা হয় এবং এই রাতের ইবাদত হাজার মাস (৮৩ বছর ৪ মাস) এর ইবাদতের থেকেও উত্তম। বরকতময় রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হল, এই রাত থেকে নবী (সাঃ)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়। অর্থাৎ, সর্বপ্রথম এই রাতেই তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। অথবা অর্থ হল, এই রাতে 'লাওহে মাহফুয' থেকে কুরআনকে

	‘বায়তুল ইয্যাহ’তে অবতীর্ণ করা হয়, যা নিকটতম আসমানে অবস্থিত। অতঃপর সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ২৩ বছরের বিভিন্ন সময়ে নবী করীম (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়।]
০২	মক্কার এই কাফেরদের থেকেও তুববা’* এবং তাদের পূর্বের সম্প্রদায় বেশী শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। [*তুব্বা’ বলতে সাবা’ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। সাবা’য় হিময়ার নামক এক গোত্র ছিল। এরা তাদের বাদশাহকে তুব্বা’ বলত।]
০৩	জাহান্নাম ও জান্নাতের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সূরা জাসিয়া

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	কুরআন হলো সৎ পথের দিশারী। বিশ্বাসীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর মাঝেই নিদর্শন রয়েছে।
০২	বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈর্ষার কারণে তারা অপরের বিরোধিতা করে।
০৩	অবিশ্বাসীরা বলে, পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। সময়ই ওদের ধ্বংস করে দিবে।
০৪	তারা কিয়ামত সম্পর্কে অনুমান করে কিন্তু বিশ্বাস করে না। আগুনই হবে ওদের আশ্রয়।

পারা নং ২৬

সূরা আল আহকাফ ১ — আজ জারিয়াত ৩০

সূরা আল আহকাফ

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন এবং তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অথচ যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদের উপাস্যরা কিছুই সৃষ্টি করেনি।
০২	কুরআন মূসা (আঃ) সহ পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহকে সমর্থন করে। আল্লাহ পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।
০৩	আদ জাতি (আহকাফবাসী) নবীর কথা না মানায় এক প্রচন্ড ঝড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।
০৪	যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে। জ্বীনদের একটি দল রাসূল (সাঃ) এর মুখে আল্লাহর বাণী শুনে তাতে বিশ্বাস করেছিল। অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে।

সূরা মুহাম্মাদ

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	যারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে বিশ্বাস করে তারা মুক্তি পায় এবং তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। অপরদিকে সত্যের বিরোধীদের কাজ ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের আগেই শেষ করে দিতে

	পারতেন, কিন্তু তিনি চেয়েছেন মুমিনদের তাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে।
০২	যারা অবিশ্বাস করে, ভোগবিলাসে মত্ত থাকে ও জন্তুদের মত পেট ভরায় তাদের জন্য জাহান্নাম। আর মুমিনদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যেখান বিভিন্ন রকমের নহর আছে পানির, দুধের, মধুর, সুধার।
০৩	দুর্বল চিত্তবিশিষ্ট লোকেরা সত্য দেখতে পায় না, শুনতে পায় না।
০৪	যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাদের কথা, আচরণে তাদের চেনা যায়। বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা এবং মুনাফিক্বী ও ধর্মত্যাগ করে নিজেদের আমলগুলো নষ্ট করো না।

সূরা আল-ফাতহ

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তির মাধ্যমে যে বিজয় হয়েছিল তার ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে।
০২	যেসব মুনাফিক যুদ্ধে যায় না তাদের দেয়া মিথ্যা অজুহাত সম্পর্কে বলা হয়েছে।
০৩	রাসুল (সাঃ) এর সাথে থাকা মুমিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। মুমিনদের জন্য আল্লাহ বিপুল সম্পদের ওয়াদা করেছেন।
০৪	ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় হয়েছে। মসজিদুল হারামে তারা নিরাপদে প্রবেশ করতে পারবে। মুমিনদের মুখে সাধারণত সিজদা চিহ্ন থাকে।

সূরা হুজুরাত

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	নবীজিকে সম্মান প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে, তার সাথে উঁচু গলায় কথা বলা যাবে না। অবিশ্বাসীরা কোন সংবাদ আনলে ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে আগে।
০২	মুমিনদের প্রতি কয়টি নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। উপহাস না করা, বিশ্বাসী কাউকে মন্দ নামে না ডাকা, অনুমান থেকে দূরে থাকা, গোপন বিষয় সন্ধান না করা, নিন্দা না করা।

সূরা কাফ

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	প্রকৃতি কেয়ামতের দিকে নির্দেশ করে। পূর্বে বহু জনপদকে ধ্বংস করা হয়েছিল কারণ তারা তাদের রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।
০২	আল্লাহ আমাদের গ্রিবাস্থিত শিরার চেয়েও নিকটবর্তী। মৃত্যু, কিয়ামত এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে।
০৩	মানুষের চূড়ান্ত রায় হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম। কিয়ামতের আগে এক ঘোষক ডাক দিবে। তারপর মহাগর্জন হলে সবাই পুনরুত্থিত হবে।

সূরা জারিয়াত

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	বাতাস ও ফেরেশতার শপথ করা হয়েছে। ধার্মিকদের পুরস্কৃত করা হবে। ধার্মিক মানুষের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পারা নং ২৭

সূরা আয যারিয়াত ৩১ — আল হাদিদ ২৯

সূরা আয-যারিয়াত

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০২	ইবরাহীম আলাইহিস সালাইমের নিকট অতিথি হিসেবে আগমনকারী ফেরেশতাদের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে এক জ্ঞানী সন্তানের সুসংবাদ দেন। সেই সাথে কওমে লূতের উপর আযাব প্রেরণের দায়িত্বের কথা জানান। এরপর ফিরাউন, আদ জাতি, সামূদ জাতি ও কওমে নূহের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত শাস্তির কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।
০৩	আসমান-যমীন ও প্রতিটি বস্তুর জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য উপদেশ রয়েছে। প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর কওম যাদুকর বা উন্মাদ সাব্যস্ত করেছে, যেন তারা পরস্পরকে এর অসিয়ত করে আসছে। জিন ও মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদাত করা।

সূরা আত-তূর

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	সূরার শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিভিন্ন বিষয়ের নামে কসম করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে, যা হল কিয়ামত দিবস। যারা এইদিনকে প্রত্যাখ্যান করে সেদিন তারা তাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। আর মুত্তাকীদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।
০২	রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কাফিরদের আনীত অভিযোগসমূহ উত্থাপন করা হয়েছে ও সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। তাদেরকে কুরআনের মত কোন বাণী আনার চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। কাফিরদের বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদাহ খণ্ডনে বলা হয়েছে যে, তারা আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, না তারা এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে, না তাদের কাছে কোনকিছুর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, আর না তাদের কাছে গাইবের জ্ঞান রয়েছে।

সূরা আন-নাজম

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি ওয়াহী অবতরণের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি দুইবার জিবরীল (আঃ) কে তাঁর নিজরূপে দেখেছেন। সেই সাথে তিনি আল্লাহর বড় বড় নিদর্শনসমূহও দেখেছেন। অতএব তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাত সম্পর্কে সন্দেহ ও বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই।

০২	আল্লাহর নৈকট্যবান ফেরেশতারাও তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন সুপারিশ করতে পারে না। কাফিরদের মনগড়া উপাস্যদেরকেও সেই ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কাফিররা কেবল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের ইবাদাত করে।
০৩	আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহরই। তিনিই ভাল ও মন্দের প্রতিদানকারী। তিনি মানুষের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে দেয়া হবে। কেউ অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। জীবন ও মৃত্যুদান, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, মানুষকে অর্থ-সম্পদ দান, অবাধ্য কওমসমূহকে শাস্তি প্রদান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়সমূহ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। শীঘ্রই আসন্ন কিয়ামত দিবস সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে ও রবের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সূরা কমার

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	চাঁদ দ্বিখণ্ডিত* হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এমন নিদর্শন দেখেও কাফিররা বিশ্বাস করেনি, বলেছিল সেটা নাকি জাদু। এরপর নুহ (আঃ) এর জাতি ও আদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। [*এটি সেই মু'জেযা, যা মক্কাবাসীদের দাবী অনুযায়ী দেখানো হয়েছিল। চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল]
০২	সামুদ ও লুত (আঃ) এর জাতির ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কি কারণে আর কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তা বলেছে।

০৩	সবশেষে ফেরাউন সম্প্রদায়ের উদাহরণ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে।

সূরা আর রহমান

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	করুণাময় আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তার সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে ভারসাম্য, যা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে। ওজনে কম দিতেও মানা করা হয়েছে।
০২	আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই নশ্বর, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সম্বোধন করে কিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সেদিন কাউকে পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না, লক্ষণ দেখেই চেনা যাবে।
০৩	মুত্তাকীদের জন্য থাকবে দুটি জান্নাত*। সেখানে থাকবে দুটি ঝর্ণা, ফল দু প্রকারের এবং আরো অনেক নিয়ামত। সুতরাং আমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অস্বীকার করার কোনো সুযোগই নেই। [*হাদীসে আছে যে, দুটি জান্নাত রূপার হবে। যার প্লেট এবং তাতে বিদ্যমান সব কিছুই রূপার হবে। দুটি জান্নাত সোনার হবে। তার প্লেট এবং তাতে বিদ্যমান সব কিছুই সোনার হবে]

সূরা ওয়াকিয়া

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	কিয়ামত শুরুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পুরো পৃথিবী চুরমার হয়ে যাবে। এরপর মানুষকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হবে। ডান হাতের সঙ্গী, বাম হাতের সঙ্গী ও অগ্রগামী দল।* [*ডান হাতের সঙ্গী বলতে বুঝানো হয়েছে এমন সব সাধারণ মু'মিনদেরকে, যাঁদেরকে তাঁদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে এবং যেটা তাঁদের সৌভাগ্য লাভের নিদর্শন হবে। কাফেরদেরকে আমলনামা বাম হাতে ধরানো হবে। বাকিরা তারা যারা ঈমান গ্রহণ করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী এবং যাবতীয় নেক কাজে আগে অংশগ্রহণকারী। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে বিশেষ নৈকট্য দানে ধন্য করবেন]
০২	বাম হাতের লোকের হবে দুর্ভাগা। তারা তো ভাবতো সব কিছু নিজে থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের বীর্য থেকে ভ্রূণের জন্ম, মাটি হতে গাছের বেড়ে ওঠা, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, গাছ থেকে আগুন তৈরি ইত্যাদি সব কিছুর মাঝেই আল্লাহর নিদর্শন আছে।
০৩	আল্লাহ শপথ করেছেন অস্তমিত নক্ষত্ররাজির। মৃত ব্যক্তি যদি আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হয়, তাহলে তাকে সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। আর যদি হয় পথভ্রষ্ট কেউ, তাহলে ফুটন্ত পানি দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

সূরা হাদিদ

রুকুসমূহের সারসংক্ষেপ

নং	মূলভাব
০১	আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। তিনি সব সৃষ্টি করে আরশে সমাসীন হয়েছেন। মানুষের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা।
০২	আল্লাহ মানুষকে বলেছে তাকে ঋণ দিতে*। এর বিনিময়ে বহুগুণ বেশি পুরষ্কার থাকবে। বিশ্বাসীদের কিয়ামতের দিন বিশেষ জ্যোতি দেয়া হবে। [*আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়ার অর্থ তাঁর পথে দান-খয়রাত করা। এই মাল আল্লাহরই দেওয়া, তা সত্ত্বেও সেটাকে ঋণ বলা আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। তিনি এর প্রতিদান অবশ্যই দেবেন]
০৩	পার্থিব জীবন হলো প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। পৃথিবীতে যে সকল বিপদ আসে তা ঘটনার পূর্বেই লেখা হয়ে যায়, যাতে মানুষ বিমর্ষ না হয় বা বেশি খুশিতে উল্লাসিত না হয়।
০৪	বিভিন্ন নবী ও তাদের জাতির কথা বলা হয়েছে। ঈসা (আঃ) এর অনুসারীরা যে সন্ন্যাসবাদ শুরু করেছিল, তার বিধান আল্লাহ দেননি। তারা নিজেরা এর প্রচলন ঘটিয়ে পরে বিকৃত করে ফেলে।* [*এর পটভূমিকা হল, ঈসা (আঃ) এর পর এমন রাজাদের আগমন ঘটে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে বহু পরিবর্তন সাধন করে। যে কাজকে একটি দল মেনে নিতে পারেনি। তারা রাজাদের ভয়ে পাহাড়ের চূড়া ও গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এখান থেকেই তার সূচনা হয়। কিন্তু তাদের পরে আগত অনেক মানুষ তাদের বড়দের অন্ধ অনুকরণে নিজেকে গির্জা ও উপাসনালয়ে আবদ্ধ করে নেয়। আর এর জন্য দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে অত্যাবশ্যক গণ্য করে]

পারা নং ২৮

সূরা আল মুজাদালা ১ — আত তাহরীম ১৩

সূরা আল মুজাদালা

এই সূরায় জিহারের বিধানকে (নিজ স্ত্রীকে মায়ের মত গণ্য করাকে) তিরস্কার করা হয়েছে এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায়ও বলে দেয়া হয়েছে।

স্ত্রীর সঙ্গে আবার সহবাস করার পূর্বে- (ক) একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করবে। (খ) তা না পারলে লাগাতার দু' মাস রোযা রাখবে। (গ) যদি তাও না পারে, তবে ষাটজন মিসকীনকে (এক বেলা) আহার করাবে।

এরপর আল্লাহ মুনাফিকদের হুশিয়ারি দিয়েছেন।। তিনি ভন্ডদের গোপনে করা বৈঠক সম্পর্কে অবগত। ঈমানদারগণ যেন এসব কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকে এবং ইসলামের নিয়ম মেনে চলে।

গোপন শত্রু থেকে সাবধান থাকার পাশাপাশি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের বন্ধু গণ্য করা যাবে না।

সূরা আল হাশর

সূরা আল হাশর- এ বনি নাযীরদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার শাস্তি* এবং তাদের সাথে মদীনার মুনাফিকদের গুপ্ত সম্পর্কের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

[*মদীনার উপকণ্ঠে ইয়াহুদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করত। বানু-নাযীর, বানু-কুরাইযা এবং বানু-ক্বাইনুক্বা। মদীনায় হিজরতের পর নবী (সাঃ) এদের সাথে সন্ধিচুক্তিও করেছিলেন। কিন্তু এরা গোপনে ষড়যন্ত্র করত। এমনকি, একদা যখন নবী (সাঃ) তাদের কাছে গিয়েছিলেন, বানু-নাযবীর গোত্রের লোকেরা উপর থেকে রসূল (সাঃ)-এর উপর একটি ভারী পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল। যথা সময়ে অহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাঁকে জানালে তিনি নিরাপদে সেখান থেকে চলে আসেন এবং চুক্তি ভঙ্গের কারণে রসূল (সাঃ) তাদের উপর সসৈন্যে আক্রমণ করেন। এরা কিছুদিন তাদের দুর্গে অবরুদ্ধ থেকে অবশেষে প্রাণ ভিক্ষাস্বরূপ দেশত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর রসূল (সাঃ) তা গ্রহণ করেন। এটা ছিল তাদের নির্বাসন।

এছাড়াও এখানে বিশ্বাসীদের আল্লাহর উপর আস্থা আরো দৃঢ় করার নির্দেশের পাশাপাশি আল্লাহর কিছু সুন্দর নাম প্রকাশিত হয়েছে।

সূরা আল মুমতাহিনা

এতে মুসলিম এবং অমুসলিমদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তার বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে একদিকে মুসলিমরা যেন আল্লাহর শত্রুদের নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহোদর না ভাবে সেই নির্দেশ আছে।

অন্যদিকে প্রত্যেক অমুসলিমকেই নিজের শত্রু মনে না করার কথাও বলা আছে। যারা ধর্ম পালনে কোন বাঁধা দেয়নি তাদের প্রতি দয়া ও

ন্যায়বিচার করতে বলা হয়েছে। বিশ্বাসী নারীদের দায়িত্ব কি কি তা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আস-সফ

মুসলিমদের সত্যকে রক্ষা করার জন্য মুসলিমদেরকে শত্রুদের মোকাবেলা করা লাগতে পারে। এই সূরায় নবী মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার নিজ কওমকে তওহীদের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসকল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার বর্ণনা আছে। তিনি তাদেরকে আল্লাহর আদেশ মেনে চলার নির্দেশ দিলেও তারা তা শুনেনি। পরবর্তীতে আল্লাহতা'আলা নবী ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন এবং তিনিও আল্লাহর একত্ববাদ তুলে ধরেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু তাও তারা তাদের জেদকে আকড়ে ধরে ছিল।

সত্য ধর্মই যে শেষ পর্যন্ত আয়ত্ত করবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় আসবে সেই সুসংবাদের সাথে সমাপ্ত করা হয়েছে।

সূরা আল জুমু'আ

এতে বনী ইসরাঈলের আল্লাহর আদেশ মান্য করায় অমনোযোগী হওয়া এবং দুনিয়াবি বিষয়ে বেশি ব্যস্ত হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে। তারা শুধু আল্লাহর প্রদত্ত কিতাব বহন করত, কিন্তু তাতে দেওয়া আদেশ পালন করেনি। তারা মনে করতো তারা আল্লাহর বন্ধু, কিন্তু তা সত্বেও মৃত্যুকে ভয় পেত।

মুসলিমদের শুক্রবারের সালাত আদায় করার আদেশ এবং দুনিয়াবি কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিমুখ না হওয়ার নির্দেশ আছে।

সূরা মুনাফিকুন

এখানে মদীনার মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। তারা যে শাহাদাহ দিত, তা নিজেদের বাঁচানোর জন্য ছিল মাত্র। তারা মুসলিমদের মদিনা থেকে বের করার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল।

বিশ্বাসীদের বলা হয়েছে ধন সম্পদে মত্ত না হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতে ও সাদাকা করতে। কিয়ামত চলে আসলে তো আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না।

সূরা তাগাবুন

আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সবকিছু সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। যারা তার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।

যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে তাদের আল্লাহ ঠিকই পথ দেখান। তাদের স্ত্রী সন্তানদের ভেতর তাদের শত্রু থাকতে পারে, এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

সূরা আত তালাক

এই সূরায় পারিবারিক বিধান নিয়ে বলা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে হবে এক্ষেত্রে তারা একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারে কিংবা ভালোবাসা বৃদ্ধিও পেতে পারে। এই সূরায় তালাকের সঠিক নিয়ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।

শুধুমাত্র মৌখিক তালাক দিয়ে স্ত্রীর থেকে বিচ্ছেদ করা যাবে না বরং তাদের প্রাপ্য হক আদায় করা নিশ্চিত করতে হবে। এখানে ঈমানদারদের আল্লাহ তা'আলার র ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত থাকার নির্দেশের পাশাপাশি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার পরিণতি নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সূরা আত তাহরীম

এ সূরায় স্বামী স্ত্রী যেন একে অপরের ভালোবাসায় আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা না করার কথা বলা হয়েছে। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত ঘটনা ঈমানদারদেরকে প্রকৃত হালাল হারামের বুঝ দেওয়ার পাশাপাশি আখিরাতের সফলতা যে পারিবারিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে না বরং তা পুরোপুরি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল তা নিয়েও অবগত করা হয়েছে।

পারা নং ২৯

সূরা আল মুলক ১ — সূরা আল মুরসালাত ৫০

সূরা আল-মুলক

এই সূরায় আল্লাহর বড়ত্ব এবং তিনি যে নিখুঁতভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তা বর্ণিত হয়েছে। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করবে তাদের গর্জনশীল জাহান্নামে ছোড়া হবে।

মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে তারা যদি মহাবিশ্বের নিয়মগুলি বিবেচনা করে এবং খোলা চোখে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে তবে তারা প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাবে যে এই সমগ্র রাজত্ব আল্লাহর এবং তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

সূরা আল-কলাম

এই সূরা আমাদের শিক্ষা দেয় যে নবী মুহাম্মদ (স) কর্তৃক আনিত বাণী কোন পাগলের কথা নয়। পূর্ববর্তী সকল কিতাবের লেখাই এই

বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। এই সূরায় মানুষকে দানশীল হতে এবং অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে একটি বাগানের লোকদের কাহিনি উল্লেখ করা হয়েছে যারা দরিদ্রদের দান করতে অস্বীকার করেছিল এবং ফলাফলসরূপ তারা সর্বস্ব খুইয়েছিল।

এই সূরায় নবী মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের এই দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং হতাশায় ছেড়ে না দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইসলামের দাওয়াত সারা বিশ্ববাসীর জন্য। সূরাটির শেষে হযরত ইউনুসের (আ) এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সূরা আল-হাক্কাহ

সূরাটিতে সামুদ, আদ, ফেরাউন, লুত, নূহ (আঃ)-এর জাতির পরিণতি সম্পর্কে বলে। কিয়ামতের দিন সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, ফেরেশতারা আকাশের প্রান্তে দন্ডায়মান থাকবে ও সকল মানুষের বিচার শুরু হবে। তারপর বিশ্বাসীদের পুরস্কার এবং অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেয়া হবে।

সূরাটির শেষে মানুষকে এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই কুরআন কোনো কবির রচিত কবিতা নয় বা নবীর তৈরি কিছু নয়,বরং এটা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিলকৃত প্রত্যাদেশ।

সূরা আল-মাআরিজ

এই সূরায় আল্লাহকে বলা হয়েছে মা'আরিজ বা সোপান-শ্রেণীর অধিকারী (সোপান বলতে সাত আসমানকে বুঝানো হয়েছে)। এতে রুহ-ফেরেশতাদের আরোহণের পথ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাতে সময় লাগে ৫০ হাজার বছর।* তারপর এতে কিয়ামতের দিনের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

[*'রূহ' বলতে জিবরীল (আঃ)-কে অথবা মানুষের আত্মাসমূহকে বুঝানো হয়েছে। এই সময়ের ব্যাপারে বহু মতভেদ রয়েছে; প্রথম উক্তি হল, এ থেকে মহা আরশ থেকে সপ্ত যমীন (সর্বনিম্ন পাতাল) পর্যন্ত যে দূরত্ব বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় উক্তি হল, পৃথিবীর সর্বমোট বয়স। অর্থাৎ, পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মোট সময় হল। তৃতীয় উক্তি হল, এটা হল দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যেকার পার্থক্যসূচক একটি দিনের পরিমাণ।]

সত্যের উত্থান হবে ধীরে ধীরে, তবে এটা নিশ্চিত। সূরাটি সাধারণভাবে মানুষের সমস্যার কথা বলে, কিন্তু যারা ঈমানদার তাদের চরিত্র ভিন্ন। এই সূরায় কাফেরদেরকে আসন্ন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

সূরা নূহ

এই সূরায় হযরত নূহ (আঃ) এর দ্বীন প্রচার এবং তারপর কাফেরদের ধ্বংসের জন্য তাঁর প্রার্থনার কথা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে তাদের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসে এবং তারা সবাই বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়।

সূরা আল জিন

এতে কিছু জ্বীন সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর বাণী গ্রহণ করেছে। তার পূর্বে তারা আল্লাহ সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য জানত। আবার তাদের ভেতর অনেকে সত্য প্রত্যাখ্যানও করে।

সূরা আল-মুজ্জাম্মিল

সূরাটি রাতের সালাত এবং সুন্দর করে কুরআন পাঠের উপর জোর দিয়েছে। এতে নবী (সঃ) এবং যারা আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য দাঁড়িয়েছে তাদের আল্লাহর বাণী থেকে তাদের শক্তি নিতে বলা

হয়েছে। আমাদের সাধ্যানুযায়ী কোরআন পড়া এবং আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করা উচিত।

সূরা আল-মুদ্দাসির

এই সূরার মূল বিষয়বস্তু ইসলামের দাওয়াহ। নবী (সঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সমাজ থেকে মন্দ ও মন্দ দূর করার জন্য রুখে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। এতে সত্যকে অস্বীকারকারীদের জন্য সাকার বা কঠিন আযাবের সতর্কবাণীও দেয়া হয়েছে।

সূরা আল-কিয়ামাহ

সূরাটিতে আত্মার আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে যখন এটি তার রব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং এতে বিশ্বের শেষ সময়ে ঘটবে এমন শারীরিক পুনরুত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সূরা আল-ইনসান

এই সূরায় মানুষের বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে মুমিনদের পুরস্কার ও মুমিনদের চরিত্রের কথাও বলা হয়েছে। আমাদের উচিত সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করা ও রাতে তার মহিমা বর্ণনা করা।

সূরা আল-মুরসালাত

এই সূরায় কিয়ামতের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে কিভাবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পতন ঘনিয়ে আসে এবং ধ্বংস হয়। মিথ্যাচারীদের বার বার অভিশাপ দেয়া হয়েছে।

পারা নং ৩০

সূরা আন নাবা ১ — সূরা আন নাস ৬

সূরা আন-নাবা

সূরাটি শুরু হয়েছে বিচার দিবস নিয়ে মানুষের বিতর্ক এবং এর আগমনের বার্তা দেয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ যেভাবে সুনিপুণভাবে নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করছেন, তেমনি তিনিই এটিকে ধ্বংস করে দিবেন। সমস্ত মানুষকে সেদিন বিচারের সম্মুখীন করা হবে। অতঃপর পাপিষ্ঠদের জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে আর সৎকর্মশীলদেকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান দেয়া হবে।

সূরা আন-নাযিয়াত

এই সূরায় প্রাণহরণ ও অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে (কাফেরদের আত্মা খুবই কঠিনভাবে এবং মুমিনদের বেলায় হালকাভাবে আত্মা বের করে থাকেন)।

আল্লাহর যেমন জীবন নেয়ার ক্ষমতা আছে, যেমন তিনি এই পুরো মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তেমনি মৃত্যুর পর মানুষকে জীবনদানের ক্ষমতাও তাঁর আছে। এরপর মুসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে, যা মানুষকে সত্য প্রত্যাখ্যানের দিকে নিয়ে যায়।

সূরা আল-আবাসা

সূরাটি শুরু হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে এক অন্ধ সাহাবীর

(আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাখতুম রাদিয়াল্লাহ আনহু) আগমন প্রসঙ্গে, যখন মক্কার নেতৃবর্গ তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই সূরায় আল্লাহর বাণীর মহত্ব বর্ণিত হয়েছে। যারা এটি গ্রহণ করবে, তারা এ থেকে উপকৃত হবে। যারা প্রত্যাখ্যান করবে, তারা নিজের ক্ষতিই ডেকে আনবে।

সূরা আত তাকউয়ীর

এই সূরায় কিয়ামতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেদিন আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যাবে, এবং মানুষকে আবার পুনরুত্থিত করা হবে। যেসব কন্যা শিশুকে জীবন্ত হত্যা করা হয়েছিল, তাদের জিজ্ঞেস করা হবে কেন তাদের সাথে এমন হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) যে নিজ চোখে জিব্রাইল (আঃ) দেখেছিলেন, তার সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে।

সূরা আল-ইনফিতার

এই সূরা মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ তাদেরকে কত সুন্দর-সুষমভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সবার কর্ম লিপিবদ্ধ থাকছে। মানুষ এবং এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। সেই সাথে সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং বিচার দিবস আগমনের কথা বলা হয়েছে।

সূরা আল-মুতাফফিফীন

এই সূরায় ব্যবসা ও লেনদেনে প্রতারণাকারীদের সতর্ক করা হয়েছে। এটি চুক্তি ও লেনদেনে সৎ থাকার নির্দেশ দেয়। আল্লাহর কাছে সবার আমলনামা বা লিখিত কর্মবিবরণী সংরক্ষিত আছে- মন্দদেরটা থাকবে সিজ্জিনে আর সৎকর্মশীলদেরটা থাকবে ইল্লিইনে। বিশ্বাসীদের উচিত জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করা।

সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব

এই সূরা আমাদের জানায় যে, এই পৃথিবীর কোন স্থায়িত্ব নেই। প্রত্যেকের আমলনামা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী সৎকর্মশীলদের পুরস্কার এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেয়া হবে। সেই সাথে সূরাটি কুরআনের প্রতি মানুষকে মনযোগী হওয়ার নির্দেশ দেয়। *[সিজদা]*

সূরা আল বুরুজ

এই সূরায় আসহাবুল উখদূদের অবিশ্বাসীদের হাতে মুমিনদের নিপীড়নের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে*। আল্লাহ সবার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং তিনি তাঁর শত্রুদের বিচারের সম্মুখীন করবেন। সেই সাথে আল্লাহর বাণীর বিরোধীতাকারীদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে। তাদের পরিণাম হতে পারে ঐসব পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মত যারা আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মুমিনদের উপর নিপীড়ন করেছে।

[*সেই মুমিনদের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদের অপরাধ ছিল যে, তারা আল্লাহকে এক উপাস্য মেনেছিল, তাদের রাজাকে না মেনে]

সূরা আত-তারিক্ব

এই মহাবিশ্বের সবকিছুই এক মহানিয়ন্ত্রকের অধীনে আছে। মানবজাতি এবং এই মহাবিশ্বকে ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টির যেমন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তেমনি আল্লাহর বাণী কুরআনও এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

সূরা আল-আ'লা

সূরাটি শুরু হয়েছে মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ক্রমান্বয়ে

উন্নতির সক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার মাধ্যমেই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা এবং আল্লাহই এর সংরক্ষক। রাসূলের দায়িত্ব অন্যদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়া। এরপর আখিরাতের উল্লেখ রয়েছে, যা এই পার্থিব জীবনের থেকে উত্তম। এই বার্তাই নবী ইবরাহীম এবং মুসাকে (আঃ) দেয়া হয়েছিল।

সূরা আল-গাশিয়াহ

এই সূরায় আসন্ন মহাদুর্যোগের কথা বলা হয়েছে যা সবকিছুকে ঘিরে ফেলবে। মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে; এক দল ভীত-ক্লান্ত-শ্রান্ত, আরেক দল উৎফুল্ল-উচ্ছ্বসিত। এরপর আল্লাহর চমৎকার সব সৃষ্টির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। রাসূলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর দায়িত্ব কেবল সতর্ক করা, কারো উপর চাপিয়ে দেয়া না। আল্লাহই চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

সূরা আল-ফাজর

এই সূরায় রমাদানের শেষ দশকের শপথ করা হয়েছে এবং পূর্বের সীমালঙ্ঘনকারী জাতির উদাহরণ দেয়া হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে আখিরাতে পুরস্কার বা শাস্তির ফায়সালা করবেন। সেদিন অবিশ্বাসীদের কোন কথাই কাজে আসবে না। আর বিশ্বাসীরা সন্তুষ্টচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সূরা বালাদ

এ সূরায় পবিত্র শহর মক্কার শপথ নেয়া হয়েছে। মানুষকে ধন সম্পদ নিয়ে অহংকার না করে কতিপয় কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; দাসমুক্তি ও অভুক্তকে খাবার দেয়া।

সূরা আশ-শামস

এই সূরায় চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন, আসমান-যমীনের মধ্যে বৈপরীত্য উল্লেখ করার মাধ্যমে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে ভাল ও মন্দের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য রয়েছে; এ দুটো কখনোই সমান নয়। সামুদ জাতির পরিণামের কথা বলা হয়েছে।

সূরা আল-লাইল

এখানে ভাল ও মন্দ এই দুই ধরনের জীবনপদ্ধতি এবং এ দুটোর পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ মানুষের মানসিকতা ও কর্ম অনুযায়ী তার পথ চলা সহজ করে দিবে। যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, সে নিজেও সন্তুষ্ট হবে।

সূরা আদ-দুহা

সূরাটি আমাদের আশা ও আশ্বাসের বার্তা দেয়। এটি আল্লাহর রহমত ও নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সাথে এই নিয়ামতগুলো মুমিনরা কীভাবে গ্রহণ করবে ও এগুলোর প্রতি কেমন মনোভাব রাখবে সেই শিক্ষা দেয়।

সূরা আল-ইনশারাহ

কঠিন ও প্রতিকূল সময়ে মুমিনদের কখনোই হাল ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কষ্টের পরেই আছে স্বস্তি।

সূরা আত-ত্বীন

তিন, জয়তুন, সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের শপথ নেয়ার পর বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষকে সুন্দরতম অবয়ব দিয়েছেন। এই

উপসংহার ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা আসন্ন।

সূরা আল-আলাক্ব

এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ প্রথম আয়াতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সূরার বাকি অংশ নাযিল হয়েছে যখন তিনি মক্কাবাসীদের নিকট দাওয়াত দেয়া শুরু করেন আর তারা তাঁকে হুমকি দিতে থাকে। এখানে বলা হয়েছে, মানুষের সূচনা এক তুচ্ছ বস্তু থেকে, কিন্তু সে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে। কিন্তু জেনেবুঝে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে তার কপালের চুল ধরে টেনে জাহান্নামে ফেলা হবে। সকলে উচিত আল্লাহর কাছেই ফিরে আসা। *[সিজদা]*

সূরা আল-ক্বদর

এই সূরায় কুরআন যে সময়ে তা নাযিল হয়েছে, অর্থাৎ লাইলাতুল কদর, তার মর্যাদা ও মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এই রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

সূরা আল-বায়্যিনাহ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বার্তা ও কিতাব নিয়ে এসেছেন। এই কিতাবে সকল নবীর মৌলিক শিক্ষাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে ও যারা সত্যপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের ভিন্ন পরিণাম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল-যিলযাল

এই সূরায় মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে। সকলের কৃতকর্মই শেষ বিচারের দিন উন্মোচিত করা হবে, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক।

সূরা আল-'আদিয়াত

এই সূরায় মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও এর পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ মানুষের অন্তরের সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত এবং বিচারদিবসে তিনি তা প্রকাশ করবেন।

সূরা আল-ক্বারি'য়াহ

বিচারদিবস সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সেদিন মানুষ থাকবে বিক্ষিপ্ত, পর্বতসমূহ হবে প্রকম্পিত। কেবল যাদের ঈমান ও আমলের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফল হবে।

সূরা আত-তাকাছুর

এই সূরায় বস্তুবাদীতা ও দুনিয়া-আসক্তির পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সূরা আল-'আসর

এই সূরায় বলা হয়েছে মানুষ মাত্রই ক্ষতিগ্রস্থ। তারপর সাফল্য ও পরিত্রাণের উপায় বলে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল-হুমাযাহ

এই সূরায় সম্পদশালীদের দ্বারা সংঘটিত কিছু নৈতিক স্খলনের কথা বলা হয়েছে এবং এর পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

সূরা আল-ফীল

এই সূরার প্রেক্ষাপটে রয়েছে ইয়েমেনের শাসক আবরাহার হস্তীবাহিনীর কা'বা আক্রমণ। আল্লাহ সেই বাহিনীকে কংকর বহনকারী এক পাখি বাহিনীর মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন।

সূরা কুরাইশ

মক্কার অধিবাসী কুরাইশদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ঘর কা'বার কারণে আল্লাহই তাদের অন্য সব গোত্রদের মধ্যে প্রতিপত্তি ও মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং কেন তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে না, কেনইবা তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে না!

সূরা আল-মা'উন

সামাজিক সেবা-কার্যক্রম, দরিদ্র-অভাবগ্রস্থকে সাহায্য করা দ্বীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে বিনয়ী ও সহানুভূতিশীল করে তোলে।

সূরা আল-কাউসার

এই সূরায় সুসংবাদ ও সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে আল্লাহর বার্তা, তাঁর দ্বীন বিজয়ী হবে এবং তাঁর শত্রুরা পরাজিত হবে।

সূরা আল-কাফিরুন

আকীদাহ-বিশ্বাস ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন আপস-সমঝোতা চলবে না। মানুষ যেকোন দ্বীন পালনের ব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু সত্য ও মিথ্যা একত্রে মিশ্রণ করা যাবে না।

সূরা আন-নাসর

এই সূরায় সাফল্য ও বিজয় লাভের পর মুমিনদের আচরণ ও প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত সেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের উচিত আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

সূরা আল-লাহাব

এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এক আত্মীয় আবু লাহাবকে তিরস্কার করে, যে তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। এটি আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতাকারীদের সাবধান করে দেয়। তাদের শাস্তি পেতে হবে, হোক না তারা রাসূলের আত্মীয়।

সূরা আল-ইখলাস

এখানে আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর অনন্য গুণাবলী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা আল-ফালাক্ব

এই সূরা আমাদেরকে ওঁৎ পেতে থাকা অনিষ্টকর ও ক্ষতিকর সব বিষয় সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদেরকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।

সূরা আন-নাস

শয়তান সর্বদাই মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। আমরা শয়তান ও তার ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

আর এরই মাধ্যমে শেষ হল আমাদের কুরআন শর্ট নোটস প্রজেক্ট, আলহামদুলিল্লাহ্।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ছোট্ট এই উদ্যোগকে কবুল করে নিন ও ভুলত্রুটি মাফ করে দিন। আমাদের সহায়তা করেছেন যেসব ভলান্টিয়ার, প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দিন এবং একে জান্নাতে যাওয়ার একটি উসীলা করে নিন।

যারা নিয়মিত লেখাগুলো পড়েছেন, তাদের প্রত্যেককে কুরআনের বন্ধু ও হাফিজ বানিয়ে দেন।

কুরআনকে করুন আমাদের জীবনের আলো, যেই আলো দিয়ে আমরা সঠিক পথ ধরে নিয়ে এগিয়ে যাবো। কুরআন করুন আমাদের হৃদয়ের বসন্ত, যা দিয়ে আমাদের অন্তর সুশীতল করতে পারবো।

আমিন, ইয়া রাববুল আলামীন।